ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল মুসনাদ

'ই'তেরাফাতুল মুতাআখখিরাহ্'-গ্রন্থের অনুবাদ

পশ্চিমাদের কণ্ঠে শুনি

ইসলামের জয়ধ্বনি

ইসলামের
জয়ধ্বনি

আল আমীন আলামপুরী অনূদিত

আয়ান

বইটি কেন পড়বেন?

বইটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন?

*'পশ্চিমা সভ্যতা' সারশূণ্য এক জীবনব্যবস্থা, "পশ্চিমাদের ভাষ্যে" যার ভিত ইতেমধ্যেই নড়ে গেছে।

* 'ইসলাম' চিরন্তন। সর্বকালের জন্যই তা অত্যবশ্যকীয়। পশ্চিমা পন্ডিতরাই তা স্বীকার করেছেন।

* মুহাম্মাদ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। তার আদর্শই মুক্তির মূলমন্ত্র। তার দিকেই তাকিয়ে আছে পশ্চিমা বিশ্ব।

* তথাকথিত 'নারী স্বাধীনতা' এক অভিশাপ। এর পরিণতি অতি ভয়াবহ। এর প্রবর্তকগণই তা স্বীকার করেছেন।

* উচ্চাভিলাসে যে সব মেয়ে বিবাহ-বন্ধন থেকে দূরে থেকেছে, তারা আজ এক চরম শূণ্যতায় জীবন কাটাচ্ছে। দুনিয়ার পদ-পদবী বা অর্থ-সম্পদ তার শূণ্যতা পূরণে ব্যর্থ।

* 'চলচ্চিত্রে অভিনয়' এক প্রতরণার নাম। এতে মানব তার সম্মান হারায়। তুচ্ছ হয়ে যায় সকলের চোখে। স্বীকার করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ।

এছাড়া, চাকচিক্যময় দুনিয়ার বহু ফাঁদ ও প্রতরণার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে বইটিতে। পড়ুন! আশাকরি-বইটি আপনার জন্য হবে উত্তম পথপ্রদর্শক।

পশ্চিমাদের কণ্ঠে শুনি

ইসলামের জয়ধ্বনি

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয আল মুসনিদ

ভাষান্তর

আল আমিন আলামপুরী

শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলূম
মঙ্গলবাড়ীয়া বাজার, কুষ্টিয়া

আল-ইহদা

যারা ঝলমলে আলো দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন, বাহ্যিক চাকচিক্যের বাহারে মুগ্ধ হয়ে যান, আর বারবার প্রতারিত হন প্রবৃত্তির মিথ্যে ছলনায়।

যারা সর্বদাই খ্যাতির সন্ধান করে ফিরছেন এবং মিথ্যা গৌরব ও তুচ্ছ সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাণপণে।

যারা সুখ খুঁজে চলেছেন এবং সুখী হওয়ার জন্য জীবনবাজি রেখেছেন।

যারা পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত; ধ্বংস ও দুর্গতি যেই পশ্চিমাদের ললাট তিলক।

যারা 'নারী স্বাধীনতার' মুখরোচক স্লোগানে মুগ্ধ এবং তাদের ছড়ানো সন্দেহ-সংশয়ের কাছে পরাজিত।

যে সকল মেয়েরা অত্যধিক পড়াশোনা, উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন ও চাকরির ছুঁতোয় বিয়ে করতে অনাগ্রহী।

আমি আপনাদের জন্য এবং আপনাদের মত আরো অন্যান্য ভাই-বোনদের জন্য এই স্বীকারোক্তিগুলো উৎসর্গ করলাম। আশা করি, আপনারা তা গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবেন। আর এর শিক্ষা-দীক্ষাগুলো জীবনের গতিপথ নির্ধারণে কাজে লাগাবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন! আর একমাত্র তিনিই তাওফীকদাতা।

লেখক

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

পশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

লেখক পরিচিতি

নামঃ মুহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-মুসনিদ। জন্মঃ ১৩২৮ হিজরিতে রিয়াদ শহরে। তিনি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেছেন নিজ শহর রিয়াদে। খুব অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। এরপর ভর্তি হন 'ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়'। এর অধীন কলেজ অফ শরিয়ায় এবং ১৪০৬ হিজরীতে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর ছয় বছর যাবত শিক্ষকতা করেন এবং প্রথমে রিয়াদের শুবাহ অঞ্চলের মসজিদ সালাহ-উদ্দীনের ইমাম নিযুক্ত হন, তারপর রাবওয়াহ জেলার মসজিদুল হিদায়াহ-এর ইমাম নিযুক্ত হন।

তারপরে তিনি রিয়াদের টিচার্স কলেজে আল-কুরআন বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৪১৯ হিজরিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

হিজরি ১৪২৬ সালে তিনি কুরআনের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার ডক্টরেটের বিষয় ছিল: 'তাফসিরের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহর গ্রহণকৃত মতামত', সূরা মায়িদার শুরু থেকে সূরা আল-ইসরার শেষ পর্যন্ত। বর্তমানে তিনি সৌদির 'আল জামইয়্যাতুল ইলমিয়্যাতুল কুরআনিয়্যাহ' (কুরআন বিশেষজ্ঞ সোসাইটি) এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে।

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الشرفاء-

এখানে আমি ইসলাম সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি উল্লেখ করেছি; যারা জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত, দীর্ঘকাল ধরে তারা যাদের প্রশংসা করে আসছে এবং যাদের নাম ও ছবি আরবসহ অন্যান্য অনেক আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের বড় একটা অংশ দখল করে রয়েছে।

সেই সাথে রয়েছে অন্যান্য দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও কিছু স্বীকারোক্তি। আমি এই স্বাকীরোক্তিগুলো তুলে দিচ্ছি এই প্রজন্মের হাতে এবং অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে। ইনশাআল্লাহ এগুলো থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারবে এবং তা তাদের জীবন পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

জ্ঞাতব্য যে, স্বীকারোক্তিগুলো উল্লেখের পাশাপাশি প্রয়োজনবশতঃ সংক্ষিপ্তাকারে নিজ থেকে কিছু মন্তব্যও যুক্ত করেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসহ অন্যান্য সকল আমলকে কবুল করে নেন! আমীন!

লেখক

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

পশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

পাশ্চাত্য সভ্যতার মরীচিকায় কতশত জন যে প্রতারিত এবং তার মরণফাঁদে কত বিজ্ঞজন যে নিপতিত, তার কি কোন হিসাব আছে?! অথচ আপনি যদি সঠিক কোন শব্দে এর স্বরূপ প্রকাশ করতে চান, তাহলে বলতে হবে সেটা একটা 'চিড়িয়াখানা'। হ্যাঁ, বাস্তবেই সেটা একটা বড় ধরণের চিড়িয়াখানা, যা মানুষের ভাষায় কথা বলা প্রাণীদের দ্বারা ভরপুর। মহান আল্লাহ তাআলার ভাষায়—

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

> 'তারাতো চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা তার চেয়েও বেশি বিপথ গামী।'[১]

যদিওবা তারা বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষে কিন্তু নীতি-নৈতিকতার অধঃপতনে তারা আজ নিমজ্জিত নীচুতার অতল গহ্বরে। কারণ, কোন জাতির বিচার করা হয় কেবল তাদের নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ দ্বারা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও শিল্প দ্বারা নয়। অতীতে এক আরব কবি বলে গিয়েছেন—

---

[১] সূরা ফুরকান-৪৪

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

'কোন জাতি বেঁচে থাকে, যতদিন তাদের নীতি-নৈতিকতা থাকে। যখন তাদের নীতি- নৈতিকতা চলে যায়, তখন তারাও তার পিছু পিছু হারিয়ে যায়।'

আল্লাহর কসম! কবি এক বিন্দুও মিথ্যা বলেননি। নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত এই পশ্চিমা সভ্যতাও মারা যেতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, অচিরেই তা মুখ থুবড়ে পড়বে। আর এটা শুধু আমাদের কথা নয়। বরং তা বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতদের মুখের দ্ব্যার্থহীন বক্তব্য। এখানে তাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো

অ্যালেক্সিস ক্যারেল

এই শতাব্দীর মহান বিজ্ঞানী অ্যালেক্সিস ক্যারেল[২] বলেছেন—

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেকে এখন একটি কঠিন অবস্থানে দেখতে পাচ্ছে। কারণ, এই সভ্যতা আমাদের মানব জাতির জন্য উপযুক্ত নয়। এর সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞানের নির্দেশনা ছাড়াই। কল্পনাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানুষের মনোপ্রবৃত্তি, তাদের অনুমান, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকেই এটা উদ্ভূত হয়। যদিও এটি আমাদেরই প্রচেষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু সত্য কথা হলো, তা আমাদের আকৃতি-প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত নয়।[৩]

---

[২] অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis carrel 1873-1944): ফরাসি চিকিৎসক ও চিন্তাবিদ। ফ্রান্সে ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন। ১৯১২ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *Man, The Unknown* নামক গ্রন্থটি লিখে তিনি চিন্তার জগতে বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

[৩]. দেখুন তাঁর লেখা বই *Man, The Unknown*, পৃষ্ঠা-৩৮।

রাষ্ট্রপতি উইলসন

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে রাষ্ট্রপতি উইলসন[৪] বলে গিয়েছেন—

'আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা নিছক বস্তুগত দিক থেকে টিকে থাকতে পারে না, যদি না এটি তার আধ্যাত্মিকতা ফিরে পায়।'[৫]

বার্ট্রান্ড রাসেল

সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল[৬] বলেছেন—

'যেই যুগে শ্বেতাঙ্গ নেতৃত্ব দিত সেই যুগের অবসান হয়েছে। হ্যাঁ, সেই যুগের অবসান হয়েছে। ঈশ্বর চাইলে ভবিষ্যত হবে এই ধর্মের, ভবিষ্যত হবে ইসলামের।'[৭]

এখন আমি আপনাদের সামনে পেশ করব, পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে পশ্চিমা দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদেরই কিছু খোলামেলা স্বীকারোক্তি ।

আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা মরে যাচ্ছে

এই স্বীকারোক্তি জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ সেন্টারের প্রধান অধ্যাপক 'সাইমন গার্জে' দিয়েছেন। তিনি তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

'যারা আমাদের বস্তুনির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে এক ধরণের ভয় ও আশঙ্কাবোধ করছেন, তাদের মধ্যে আমিও

---

[৪] উইল্‌সন (১৮৫৬-১৯২৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

[৫] দ্রষ্টব্য: আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালাসের রচিত 'হারবুন আম সালামুন' (যুদ্ধ নাকি শান্তি) ।

[৬] বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, যুক্তিবিদ, গণিতবিদ, ইতিহাসবেত্তা, সমাজকর্মী, অহিংসাবাদী, এবং সমাজ সমালোচক। তাকে বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়। ১৯৫০ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুর ‹vi পান। যা ছিল তার বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ। সেসব গ্রন্থে তিনি মানবতার আদর্শ ও চিন্তার মুক্তিকে ওপরে তুলে ধরেছেন।

[৭] দেখুন সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ রচিত *আল মুসতাকবিলু লি হাযাদ-দীন*।(ভবিষ্যত এই ধর্মের)

একজন। সত্য বলতে আমরা এখন বিবেকের মুখে লাগাম লাগিয়ে চলছি। প্রবৃত্তির তাড়নায় কখনো তাকে গলা টিপে হত্যাও করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পশ্চিমা সভ্যতা—পুরোনো এবং প্রথাগত অর্থে—এখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং এটি এখন এক ধরনের পরিবর্তনের ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে, এর ফলাফল শেষ পর্যন্ত গিয়ে কী দাঁড়াবে তা আমাদের জানা নেই।

আমরা এখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এমন একটি সভ্যতা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, যার ভিত নড়ে গেছে এবং নিঃসন্দেহে অচিরেই তা ধ্বসে পড়বে। আর অবশ্যই নতুন একটি সভ্যতার উত্থান ঘটবে।

আমরা যদি এর কারণ অনুসন্ধান করি তাহলে অনেক কারণই দেখতে পাই। বিশেষত, পশ্চিমারা যে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ভিত্তিগুলোর উপর গড়ে উঠেছিল, বর্তমানে তারা সেই ভিত্তিগুলোকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই নির্ভর করার মত আর কিছুই তাদের কাছে অবশিষ্ট নেই।

খ্রিস্ট ধর্ম তার উপাদানসমূহ হারিয়েছে। অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা-আগ্রহও মানুষের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়ে গেছে। তাই পশ্চিমে তৈরি হয়েছে এক ধরনের মহাশূন্যতা এবং সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক এক সয়লাব, যার তীব্র স্রোতে ভেসে চলেছে বর্তমানের তরুণ প্রজন্ম। এর বড় প্রমাণ হলো, পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঐ সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনার চরম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, একাডেমিক ভাষায় যাকে আমরা 'ধর্মতত্ত্ব' বলি। সত্য কথা বলতে আমরা এখন এক অন্ধকার সুড়ঙ্গে বাস করছি। তবে আমরা সেই আলোর অপেক্ষায় রয়েছি, যা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে।[৮]

কোনও সন্দেহ নেই যে ইসলামই হলো সেই আলো, যা তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিশা দিতে পারে এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে এনে আলোর মুখ দেখাতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

[৮] আল উম্মাহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা-৫৪।

وَلَـٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

> 'কিন্তু আমি একে বানিয়েছি এক নূর (আলো), যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়াত দান করি। নিশ্চয়ই তুমি মানুষকে দেখাচ্ছ হেদায়াতের সরল পথ।' (সূরা শূরা-৫২)

তবে প্রশ্ন হলো—সেইদিন আসবে কবে? আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আমরা আমাদের মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে আপনাদের সাথে আছি

এই স্বীকারোক্তি পশ্চিম জার্মান ডক্টর 'হাইনাজা গ্লিংগার'-এর। তিনি একটি জার্মান সংস্থার পরিচালক এবং জার্মান কোম্পানির (এমএএন) ম্যানেজিং বোর্ডের সদস্য। তিনি একদল সৌদি অর্থনীতিবিদদের সামনে একেবারে খোলামেলা ভাষায় বলেছিলেন

'আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; তবে তা 'এমএএনচ' সংস্থার সুবাদে নয়, বরং আরব জনগণের সাথে জার্মান জনগণের যেই গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে সেই সুবাদে। জার্মান জনগণ আজও আরব ও আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি ভালবাসা, আনুগত্য এবং প্রশংসাবোধের সমস্ত অনুভূতি লালন করে।

আপনারা এসেছেন দূর দেশ থেকে, যে দেশের সূর্য সদা উজ্জ্বল, যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচীন সভ্যতার উৎস। সেটি এমন একটি দেশ, ঈশ্বর যেখানে কুরআন অবতীর্ণ করে তাকে সম্মানিত করেছেন।

আপনাদের পবিত্র দেশ ঐশি ধর্মসমূহ [১] অবতরনের দেশ, যেখানে ঈশ্বরের আইন বাস্তবায়িত হয়। আমরা জার্মানরা আপনাদেরকে সর্বদা সম্মান ও

[১] ইসলাম পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানি ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা বলেছেন

শ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকি। ভরা সভায় আমি ঘোষণা করছি—আমরা জার্মানরা আমাদের মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি। যেইদিন আমরা ধর্মের পথ থেকে সরে এসেছি, ঐ দিন থেকেই আমাদের মেরুদন্ড ক্ষয় হতে শুরু করেছে। আর এখন এই ইউরোপোর পুরো সমাজ ও দেশ নৈতিকভাবে রসাতলে যেতে শুরু করেছে।

আমার দৃষ্টিতে এবং আমার মত আরো অনেকের দৃষ্টিতে, আপনারা সৌদি আরবের মানুষেরাই পুরো বিশ্বের আশা-ভরসা; পুণ্য, ধর্ম এবং প্রভুর পথ চেনার জন্য। আমি কাউকে ভয় করিনা। উচ্চকণ্ঠেই আমি ঘোষণা করছি—আমরা আমাদের মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি। আমরা কারো হুমকি-ধমকির ভয় করি না ।

আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে, আমরা যখন আপনাদের বিপক্ষে ছিলাম তখন আমাদের উপরে একটি শক্তি কাজ করছিল, যা আমাদেরকে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল। কিন্তু তা ছিল নিছক সরকারী পদক্ষেপ। জার্মান জনগণ আরব ও মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সমস্ত চাপ ও প্রচারে প্রভাবিত হয়নি। তারা আজও তাদের হৃদয়ে আপনাদের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা এবং সম্মানবোধ লালন করে।

সকল ক্ষেত্রে আপনাদের সংগ্রামের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া, হারামাইন শারিফাইনের খাদেমের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে আপনাদের সরকারের প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি দেখে আমরা যারপরনাই মুগ্ধ হই এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, আগামিতে বিশ্বব্যাপি আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব সৌদি আরব থেকেই শুরু হবে, যেখানে হারামাইন শারিফাইন অবস্থিত।

আমি আপনাদের মহাগ্রন্থ আল কুরআন অনেক পড়েছি। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। পড়েছি আর মুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনাদের প্রতি আমার

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

অর্থ: যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসন্ধান করতে চাইবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না। এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভক্ত হবে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৫।

হৃদয়ের টান অনুভব করছি। এই স্থানে থেকে এবং এই সংস্থায় আমার সরকারি উচ্চ অবস্থান সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমি ঈর্ষান্বিত হচ্ছি। আমি অনুভব করতে পারছি যে, ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন এবং তিনিই আপনাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আর সেটা এই কারণে নয় যে, আমরা আপনাদের থেকে শুধু বস্তুগত উপকার গ্রহণ করব, বরং আমি আন্তরিকভাবে আশাবাদী, আমরা আপনাদের দ্বারা নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবেও উপকৃত হব।

ইসলামই যেন ছিল আমার লক্ষ্য

এই স্বীকারোক্তি এমন এক ব্যক্তির, যিনি প্রথম জীবনে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। এরপর বহু বছর ধরে বহু চিন্তা-ভাবনা করে, মানসিক লড়াইয়ের বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং সত্য ধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

"আমি প্রায় বিশ বছর ধরে একজন খ্রিস্টান হিসেবে বসবাস করেছি। কিন্তু যেদিন আমি এই জগতে আমার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম এবং আমি আমার জীবনের আসল পথ খুজে পেলাম আর শেষ অবধি ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলাম, সেদিনই কেবল আমি পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলাম, পেলাম পূর্ণ প্রশান্তি । আমার অন্তরটা এমনভাবে ঠান্ডা হয়ে গেল, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি পৌছে গেলাম সত্যের শিখরে আর আমার এতদিনের কামনা-বাসনাও পূর্ণতায় পৌছল। আমার কাছে মনে হতে লাগল—যাত্রা পথের শুরু থেকে ইসলামই যেন ছিল আমার লক্ষ্য এবং একমাত্র কাম্য বিষয়। আর এসব কিছু ঘটে গেল, ইসলাম গ্রহণের মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে।

আমি বুঝতে পারলাম, ইতিপূর্বে আমি কতটা ক্ষতির মধ্যে ছিলাম। আর এটাও স্পষ্ট হলো, অতীত জীবনের পূর্ণ সময়টাই আমি নষ্ট করেছি এক অন্ধকার ঘোরের মধ্যে।

নতুন এক ভোরের উদয় হলো। আমার ঘোর কেটে গেল, আমি বাস্তবতায় ফিলে এলাম। আমি অনুভব করতে লাগলাম, আমার মনোজগতের সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের পরিবর্তন আসছে। সবকিছু স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

এটি সত্যিই একটি আশ্চর্যজনক এবং অবর্ণনীয় পরিস্থিতি ছিল। বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণই অভিজ্ঞতালব্ধ, যে তার মিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করেনি তার পক্ষে তা অনুভব করা আদৌও সম্ভব না। সেই মুহূর্তের তাৎক্ষণিক অনুভূতি আর পূর্ব জীবনের অন্যান্য অনুভূতির মধ্যে যে অভূতপূর্ব পার্থক্য, তা আমি টের পাই।

আমি যদি বলি—আমি ছিলাম এক নির্বোধ পশু, এরপর হঠাৎ করেই আমার বোধদয় হলো, আমি পরিণত হলাম বুদ্ধি সম্পন্ন মানবে, অথবা যদি বলি, আমি ছিলাম অন্ধ, হঠাৎ করেই আমি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলাম, তারপর আমার চারপাশের সবকিছুকে যথাযথভাবে অবলোকন করতে লাগলাম অথবা যদি বলি-আমার জীবনে যা কিছু ঘটে গেছে, তা ছিল বিভ্রম এবং স্বপ্ন, এরপর আমি সেখান থেকে জেগে উঠেছি। এগুলো যদি আমি বলি, তাহলে তা ঘটনার যথাযথ প্রকাশ হবে না। আমি তো আসলে আপন সত্ত্বাকে খুজে পেয়েছি। আমি তো আমার মনুষত্বের সন্ধান পেয়েছি। আমি মূলত আমার নিজেকে চিনতে পেরেছি। তারপর তিনি বলেছেন—

'ইসলাম গ্রহণের নিছক সিদ্ধান্তটাই যে আমার মধ্যে এবং আমার অনুভূতিতে এতটা পরিবর্তন আনবে-তাও আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে—আমি কখনো তা আশা করিনি। কি আশ্চর্য যে, যেসব চিন্তা-পেরেশানী ও ভয়-ভীতি আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল মুহূর্তেই তা উধাও হয়ে গেল! আমি আমার ভিতরে এমন এক শক্তি অনুভব করতে লাগলাম যে, সম্ভাবনাময় সকল ঝড়-ঝাপটার মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহসী হয়ে উঠলাম। সকল পার্থিব শক্তি আমার চোখের সামনে মলিন হয়ে উঠল। এর কারণ এটা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে যে, আমার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল—আমি যা গ্রহণ করেছি তা সঠিক; তা

সত্য। মহাবিশ্বের স্রষ্টা আমার থেকে এটাই চেয়েছিলেন? অতএব এই আত্মবিশ্বাসের পরে এমন কোন শক্তি আছে, যা আমার অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে পারে?![১০]

অধ্যাপক ওয়াসেফ আর-রাহাই এই কথাটি বলেছিলেন, (চিন্তা-ভাবনার) দীর্ঘ যাত্রার পরে, যার সমাপ্তি ঘটেছে ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে। তার এই কথাকে আমরা খ্রিষ্টানসহ বিশ্বের অন্যান্য জাতির নিকট পেশ করছি এবং তাদেরকে আহবান করছি—তারা যেন মনোপ্রবৃত্তি, গোত্রপীতি এবং অন্ধঅনুকরণ ছেড়ে সত্য উৎঘাটনে সচেষ্ট হন!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾

> 'যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন গ্রহণ করার ইচ্ছা করবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

অন্যত্র বলেছেন—

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾

> হে আহলে কিতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অস্বীকার করছ, যখন তোমরা নিজেরাই স্বাক্ষী (যে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ)?

তিনি আরো বলেছেন—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

[১০] 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকা, সংখ্যা-২৭৩।

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

> হে কিতাবীগণ! নিজেদের দীনে সীমালংঘন করো না এবং আল্লাহর সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কথা বলো না। মারিয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রাসূল মাত্র এবং আল্লাহর এক কালিমা, যা তিনি মারিয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর ছিলেন এক রূহ, যা তারই পক্ষ হতে (সৃষ্টি হয়ে) ছিল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না (আল্লাহ) তিন। এর থেকে নিবৃত হও। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আল্লাহ তো এক মাবুদ, তাঁর কোন পুত্র থাকবে—এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই মালিকানায়। (সকলের) তত্ত্বাবধায়নের জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ।'

আমাদের সম্প্রদায় একদিন মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করবে

এই উক্তিটি আয়ারল্যান্ডের বিখ্যাত লেখক 'জর্জ বার্নার্ড'শ'[১১]এর। এভাবেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বর্তমান যুগে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনেকাংশেই বাস্তবায়ন হয়ে চলেছে আর ভবিষ্যতে তা পূর্ণরূপেই বাস্তবায়ন হবে—ইনশাআল্লাহ—ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা যতই এর বিরোধিতা করুক না কেন!

বার্নার্ড'শ বলেছেন—

> 'আমি সর্বদা মহান মুহাম্মাদের ধর্মকে চূড়ান্ত বলেই বিবেচনা করেছি, তাঁর মহৎ প্রাণশক্তির কারণে। আমার মনে হয়েছে সেটাই একমাত্র

---

[১১] জর্জ বার্নার্ড'শ—(George Bernard Show 1856-1950): একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও ঔপন্যাসিক। ১৯২৫ সালে সাহিত্যে আবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জীবনী নিয়ে তাকে একটি নাটক লেখার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। যারা ইসলামকে বিকৃত ও খারাপভাবে উপস্থাপিত করতে চায়, তাদের জন্য এর মাঝে রয়েছে চূড়ান্ত এক দৃষ্টান্ত। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, আহমাদ হামেদ: الإسلام و رسوله في فكر هؤلاء -১৫-১৩।

ধর্ম, যার মধ্যে জীবনের বিস্তৃত সকল অঙ্গনে পথনির্দেশনার সক্ষমতা রয়েছে এবং তা প্রতিটি সময় ও স্থানকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টীয় ধর্মযাজকেরা তাদের অজ্ঞতা কিংবা গোঁড়ামির কারণে ইসলাম ধর্মকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেছে।

আমি মুহাম্মাদকে অধ্যয়ন করেছি; আশ্চর্য মানুষ তিনি। আমার মতে তিনি অ্যান্টি-ক্রাইস্ট বা ঈসা আলাইহিস সালামের বিরোধী তো ননই; বরং তাকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর মতো মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের শাসন গ্রহণ করতেন তবে তিনি তার সমস্যাগুলো এমনভাবে সমাধান করতে পারতেন; যাতে বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি এতে এনে দিতে সমর্থ হতেন। একবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে না যতক্ষণ না পুরো ইউরোপ তার সমস্যাগুলো সমাধানে তাঁর সহায়তা চাইতে শুরু করবে।'[১২]

এইভাবে পূর্বাভাস করে গিয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ডশ।

বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হতে শুরু করেছে। আমেরিকান সংবাদপত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস' জানিয়েছে যে, ইসলাম খুব দ্রুত এবং লক্ষণীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আরো বলেছে, নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলস, শিকাগো এবং ডেট্রয়েট শহরগুলো ইসলাম ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

টাইম ম্যাগাজিন একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। শিরোনাম দিয়েছে 'আমেরিকানরা দিনে পাঁচবার তাদের চেহারা মক্কার দিকে ঘুরায়।'

এতে বলা হয়েছে—

'আমেরিকায় মুসলমানদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে উঠেছে এবং পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে তাদের একটা বিশেষ শক্তি ও

---

[১২] 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকা, সংখ্যা-২৭৯। বার্নার্ডশ এর বক্তব্য দেখা যেতে পারে 'দ্যা জেনুইন ইসলাম' পত্রিকার ১ম ভলিয়মের ৮নং পৃষ্ঠাতে। তাছাড়া বার্নার্ডশ এর বক্তব্যগুলো বিস্তারিত জানার জন্য শায়েখ তাসনিম আবদুর রহমান আবদুল লতিফ রচিত قالوا عن الاسلام নামক ১২ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি দেখা যেতে পারে।

অবস্থান অর্জিত হয়েছে, যদিও ইতঃপূর্বে ইহুদি জাতিরই জোর-শোর বেশি ছিল। আমেরিকানরা বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইসলামকে পশ্চাৎপদ ধর্মগুলোর মধ্যে একটি ধর্ম হিসেবে দেখে এসেছে, কিন্তু ইদানিং প্রচুর অভিবাসী ইসলাম গ্রহণের পরে—কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক আমেরিকানরা আমেরিকাতে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন করতে শুরু করেছে।'

আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন—

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

> 'তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর।' (সূরা সাফ-৯)[১৩]

---

[১৩] এ বিষয়ের জন্য আরো দেখা যেতে পারে—

» *পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি* মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম রহিমাহুল্লাহ রচিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।

» *ইসলামি সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা* অধ্যাপক গোলাম আযম, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স প্রকাশিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

দার্শনিক কার্লাইল

উনিশ শতকের বিখ্যাত দার্শনিক কার্লাইল[১৪] বলেছেন—

'অন্যান্যদের তুলনায় 'মুহাম্মাদ'-এর কথাই গ্রহণ করা ও মান্য করার দিক দিয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ একমাত্র তাঁর কথাই সত্য প্রকাশ করে।'[১৫]

তিনি আরো বলেছেন—'আমার দৃষ্টিতে তিনি যদি উত্তম আদর্শের মালিক না হতেন তাহলে দুর্ধর্ষ আরব জাতি; যারা দীর্ঘ তেইশ বছর গৃহযুদ্ধে মেতে ছিল, তারা কখনো তাকে এত অধিক সম্মান করত না। এমন জাতিকে নিজের অসাধারণ প্রতিভা এবং বীরত্ব ছাড়া সীমাহীন আনুগত্যশীল জাতিতে পরিণত করা সম্ভব ছিল না, যা সম্ভব হয়েছিল তালিযুক্ত পোশাকের এই জুব্বাধারী ব্যক্তির পক্ষে। বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্টে ঘেরা তার দীর্ঘ তেইশ বছরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে খাঁটি বীর পুরুষের সব বৈশিষ্ট্যই আমি তার মধ্যে দেখতে পাই ।'

---

[১৪] থমাস কার্লাইল—(Thomas Carlyle 1795- 1881): স্কটল্যান্ডিয়ান লেখক। তীক্ষ্ণ সমালোচক। ঐতিহাসিক। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো, *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History* (আরবি অনুবাদ 'الأبطال'। এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি চমৎকার অধ্যায় রয়েছে। আরবিতে অনুবাদ করেছেন উসতায আলি আদহাম), الثورة الفرنسية। দেখুন, নাজিব আকিকি: ২/৫৩ :المستشرقون।
জ্ঞাতব্য: এ পরিচ্ছেদে লেখক শুধু থমাস কার্লালাইল ও অধ্যাপক শাবলের স্বীকারোক্তিদুটি উল্লেখ করেছিলেন। অথচ এই গ্রন্থে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ের স্বীকারোক্তির পরিমাণই বেশি। তাই উক্ত স্বীকারোক্তিদুটির সাথে আরো কিছু স্বীকারোক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যেন পাঠক বিষয়ের অপ্রতুলতা অনুভব না করেন। সেই সাথে এ বিষয়ে আরো অধিক তথ্যের জন্য পরিচ্ছেদের শেষে কয়েকটি গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৫] 'আততারবিয়াতুল ইসলামিয়া' ইসলামি শিক্ষা জার্নাল, সংখ্যা-১, বছর-৩১।

অধ্যাপক শাবল

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক 'শাবল' ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত জুরিস্ট সম্মেলনে বলেছিলেন—

'মানবতা গর্ববোধ করে মুহাম্মাদের মতো ব্যাক্তির সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হতে পেরে। কারণ, তার নিরক্ষরতা সত্ত্বেও তিনি কয়েক দশকে এমন আইন নিয়ে আসতে পেরেছিলেন[১৬], আমরা ইউরোপীয়ানরা যদি দুই হাজার বছর পরেও এর শীর্ষে পৌঁছতে পারি তাহলে অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় আমরা সুখী হব।'[১৭]

আমরা তার এই উক্তিটি পেশ করছি ঐসকল ব্যক্তিদের সমীপে, যারা মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ আইন বাদ রেখে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে।

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾

> অর্থ: (হে নবি) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে, তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তারা তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন (সুস্পষ্টভাবে) তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।

[১৬] সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে।
[১৭] 'আততারবিয়াতুল ইসলামিয়া' ইসলামি শিক্ষা জার্নাল, সংখ্যা-১, বছর-৩১।

আলফান্স ডিও লেমারটিন

আলফানস ডিও লেমারটিন[১৮] তার তুর্কির ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলেছেন—

'দার্শনিক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্মপদ্ধতির কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহাম্মাদকে মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তার চেয়ে মহত্ত্ব হতে পারে?'

টর আন্দ্রে

টর আন্দ্রে[১৯] বলেন, যদি আমরা মুহাম্মাদের ব্যাপারে উদার হই, তাহলে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, বাইবেলে যে মহান অতুলনীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ হয়েছে আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হযরত মুহাম্মাদকেই সেই মহান ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়ে যাই।[২০]

জোসেফ জে নুনান

জোসেফ জে নুনান[২১] বলেন—

---

[১৮] . আলফানস ডিও ল্যামার্টিন– (Alphonse de Lamartine ১৭৯০-১৮৬৯ ঈ.)। একজন ফরাসি লেখক কবি এবং রাজনীতিবিদ। অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন তুরস্কে। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো—تأملات شعرية، رحلة إلى الشرق

[১৯] টর জুলিয়াস ইফ্রাইম আন্দ্রে (১৮৮৫-১৯৪৭) একজন সুইডিশ ধর্মযাজক, তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক এবং পণ্ডিত ছিলেন তিনি ইউপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, যেখানে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯২৪ সালে গামলা ইউপসালায় গির্জার যাজক হন। ১৯২২৭ এবং ১৯২৯ সালের মধ্যে তিনি স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তারপরে ইউপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী নিয়ে রচনা করেছেন, *Mohammed: The Man and His Faith*

[২০] হযরত মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা ২৬৯, লন্ডন-১৯৩৬।

[২১] জোসেফ জে নুনান জুনিয়র (১৮৯৭-১৯৬৮) নিউ ইয়র্কের একজন আমেরিকান রাজনীতিবিদ

মুহাম্মাদের ধর্ম রাশিয়ার লাগামহীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র দুইয়ের উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য। এবং এ ধর্ম নিঃসন্দেহে তার বিশ্বব্যাপী রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।[২২]

রবার্ট এল গাল্লিক

রবার্ট এল গাল্লিক[২৩] বলেন—মানব জাতিকে স্বাধীনতা এবং সুখের প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়ে মুহাম্মাদ মূলত জগৎ গুরুর ভূমিকা পালন করেছেন।[২৪]

স্ট্যানলি লেনপুল

বিখ্যাত দার্শনিক স্ট্যানলি লেনপুল[২৫] বলেন—মুহাম্মাদের জীবন কোন দেবতার জীবন নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন হল একজন আদর্শ বিপ্লবী মানুষের।

তিনি আরো বলেন—হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উদ্যমী এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন। তার যুগকে বিপ্লবী বানানোর জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার খরস্রোতে সবাইকে ভাসিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। তার এই উৎসাহ কল্যাণের তরে ছিল। তিনি স্বল্পসংখ্যক সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত; যারা মহাসত্যকে নিজেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর

ছিলেন।

[২২] ISLAM AND EUROPEAN CIVILIZATION

[২৩] রবার্ট এল গাল্লিক (Robert L. Gulick 1912-1987) ১৯৩৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, চিকো থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পরে, তিনি ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং সেখান থেকেই তিনি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

[২৪] MUHAMMAD THE EDUCATOR (শিক্ষাবিদ মুহাম্মাদ)। সেখানে তিনি আরো বলেছেন, তের শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেল। এর পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতিকে ভূসম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার দিয়ে গেছেন। এটা সেই অধিকার যা ইউরোপে ১৮৭৫ ইং সনের পূর্বে দিতে সক্ষম হয় নি।

[২৫] লেনপুলড়(থধহব চড়ড়যব ১৮৫৩-১৯১৭): একজন ইংরেজ দার্শনিক। তিনি ১৮৯৭ সালে প্রাচীন মুদ্রাগুলোর তালিকা প্রস্তুত করেন। সেটা মিসরের দারুল কুতুবে সংরক্ষিত রয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো,رسالة في تاريخ العرب

এতেই তারা সুখ-শান্তি উপভোগ করতেন। যেহেতু তিনি ইশ্বরের (নবি) বার্তাবাহক ছিলেন এ কারণে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্যও বার্তাবাহকের দায়িত্বে (অর্থাৎ নবুওয়াতের দায়িত্বে) শিথিলতা আসতে দেননি। কারলাইল তাকে প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর হিসেবে কবুল করে ভাল কাজই করেছিলেন।[২৬]

ফিলিপ কে হিট্টি

ফিলিপ কে হিট্টি[২৭] বলেন, মুহাম্মাদের জীবনব্যাপী সফলতা এবং অবদান নিয়ে গবেষণা করলে তিনি বিশ্ব ইতিহাসে সর্বদিক থেকেই এক অতুলনীয় মহান ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি শিক্ষাগুরু, বাগ্মী, রাজনীতিবিদ এবং সংগ্রামী সবকিছুই ছিলেন। তিনি একটি ধর্ম তথা ইসলামের বুনিয়াদ রাখেন। এছাড়া তিনি একটা রাষ্ট্র তথা খিলাফত পরিচালনা করে ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি জাতি তথা আরব জাতির জনক হন। তিনি বেঁচে থাকলে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ব্যবস্থা উন্নয়নে জীবন্ত ক্ষমতা রাখতেন।[২৮]

পাদ্রী আর ভি সি বোডলে

পাদ্রী আর ভি সি বোডলে[২৯] বলেন, বিশ্ব ইতিহাসে মুহাম্মাদের শীর্ষস্থানীয় সুমহান মর্যাদার মূল রহস্য হল, তিনি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে না হয়ে এবং ফেরেশতা না হয়েও নিজের অক্ষত অবদানের মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রভাবিত করেছেন। এবং তিনি এত সুমহান এবং এত তুলনাহীন হয়েও

---

[২৬] STUDIES IN A MASQUE। তার বক্তব্যের জন্য আরো দেখা যেতে পারে স্পীচস অ্যান্ড টেবিলটক অব দ্যা প্রফেট মুহাম্মাদ, লন্ডন : ১৮৮২]

[২৭] ফিলিপ খুরি হিট্টি (১৮৮৬- ১৯৭৮) ছিলেন প্রিন্সটন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবাননের আমেরিকান অধ্যাপক এবং পন্ডিত। আরব ও মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস এবং ইসলাম ও সেমেটিক ভাষার উপর বিশেষ পারদর্শী। তিনি প্রায় এককভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরবি অধ্যয়নের অনুশাসন তৈরি করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আরব জাতির ইতিহাস'।

[২৮] ISLAM—AWAY OF LIFE

[২৯] রোনাল্ড ভিক্টর কর্টনে বাডলি (Ronald Victor Courtenay Bodley 1892 -1970) একজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা, লেখক এবং সাংবাদিক।

জীবনভর কখনো একমুহূর্তের জন্যেও অনুসারীদের থেকে পার্থক্যকারী কোন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেননি।[৩০]

এনি বেসান্ত

এনি বেসান্ত [৩১] বলেন, কোন ব্যক্তি যখন আরবের এই মহান নবির জীবনী এবং আদর্শ অধ্যয়ন করে, তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং জীবন পদ্ধতির ব্যাপারে অবগত হয়, তখন তার পক্ষে ঈশ্বরের বড় বড় রাসূলদের মধ্যে এই মহানবির সম্মানে আবেগাপ্লুত না হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার।... আমি নিজেও যখন তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণামূলক অধ্যয়ন শুরু করি তখন আরবের তুলনাহীন অপরাজেয় এই জ্ঞানদিশারীর প্রতি সম্মান ও প্রশংসার যেন এক নতুন ঝড় এবং এক নতুন উদ্দীপনা অনুভব করি।[৩২]

---

[৩০] THE MESSENGER

[৩১] . অ্যানি বেসান্ত (1847 -1933) একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক, ব্রহ্মজ্ঞানী, নারী অধিকার আন্দোলনকারী, লেখক, বাগ্মী, এবং আইরিশ ও ভারতীয় স্বায়ত্ব শাসনের সমর্থক।

[৩২] THE LIFE AND TEACSINGS OF MUHAMMAD

এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে—

» *পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* মুফতি শহীদুস সালাম অনূদিত, মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

» *বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ ও অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* লেখক শাকের হোসাইন শিবলী, প্রকাশনা আল-ইছহাক প্রকাশনী।

» *অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে আল কুরআন ও মহানবী* রচনায় ড. ফজলুর রহমান, প্রকাশনায় কালি প্রকাশনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথাকথিত নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

আমি আমার 'নারী স্বাধীনতা' আন্দোলনের ভয়বহতা বুঝতে পেরেছি

এই স্বীকারোক্তিটি কাসেম আমিনের দেওয়া। তিনিই সর্বপ্রথম মিশরে 'নারী স্বাধীনতার' দাবি তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নারী স্বাধীনতার অর্থ হলো—নারীদেরকে আল্লাহ তাআলার দাসত্ব থেকে স্বাধীন করে দিয়ে ইবলিস শয়তান ও কুমন্ত্রণাদানকারী নফসের দাসত্বে আবদ্ধ করা। আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন—

هربوا من الرق الذي خُلقوا له فبُلُوا برقّ النفس والشيطان

> 'যেই দাসত্বের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেখান থেকে তারা পালিয়েছে, কিন্তু শেষোবধি মুক্তি পায়নি, বরং তাদের উপর নফস ও শয়তানের দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

কাসেম আমিন দীর্ঘ সাত বছর ধরে মানুষদের মধ্যে নিজমত ও পথ প্রচারে চেষ্টা-মেহনত করেছেন। এরপর অবশেষে সেই মতাদর্শ পরিহার করেছেন এবং তার আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন। পরিশেষে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—

'ইতিপূর্বে আমি মিশরীয়দেরকে নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে তুর্কিদের— বরং

প্রকৃতপক্ষে ফরাসীদের—অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং এক্ষেত্রে আমার অতিরঞ্জনতা ও বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, আমি তাদেরকে হিজাব পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি। ব্যবসা-বানিজ্য, বিবাহ-শাদিসহ সব ধরণের আচার- অনুষ্ঠানে নারীদের স্বরব উপস্থিতির আহ্বান করেছি। তবে আমি এখন জনগণের নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে যতটুকু ধারণা পেয়েছি, তাতে এই আহ্বান কতটা যে ভয়াবহ ছিল তা আমি অনুধাবন করতে পারছি।

রাজধানী কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বহু এলাকায় ঘুরে ঘুরে আমি অনুসন্ধান চালিয়েছি- নারীদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ কী পরিমাণ এবং তারা যখন খোলামেলা পোশাকে বের হয় তখন তাদের সাথে পুরুষদের আচরণ কেমন হয়? সত্যই আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমার অনুসন্ধানে আমি পুরুষদের নীতি-নৈতিকতার এতটাই অবনতি দেখেছি যে, এখন আমার আহ্বান ব্যর্থ হওয়ার জন্য এবং লোকেরা যে আমার আহবানের বিরোধিতা করেছে, এর জন্য আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়ায় সেজদাবনত হই। আমি দেখেছি, তাদের পাশ দিয়ে কোনও নারী—বয়স্কা হোক কিংবা যুবতি অতিক্রম করলে তারা তাদেরকে অশ্লীল ভাষায় কিছু না কিছু বলছে। আরো দেখেছি, কোন রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম হলে, ঐ মুহূর্তে কোন নারী কারো পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে, সে তাকে উত্যক্ত করছে, কখনো মুখের অশ্লীল ভাষায় আবার কখনো সরাসরি হাতের ছোয়ায়।'

মৃত্যুর দুই বছর আগে কাসেম আমিন এই স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন এবং 'আত-তাহের' পত্রিকায় (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে) এই স্বীকারোক্তিটি প্রকাশিতও হয়েছিল।[১]

আজ যারা মিশরে নারী স্বাধীনতার ধ্বজাধারী তাদের সমীপে জিজ্ঞাসা- নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে যিনি ছিলেন মিশরের প্রথম আহ্বায়ক, এই ব্যাপারে যিনি ছিলেন আপনাদের অগ্রজ, সেই কাসেম আমিনের এই স্বীকারোক্তির পরেও আপনারা এখন কী বলবেন?

---

[১]. 'আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ' আরব জার্নাল, সংখ্যা-১৩৭।

এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনাও আছে। ইসলামি ইতিহাসবিদ 'রফিক আল-আজম' একবার ইচ্ছা করলেন, তিনি কাসেম আমিনকে হাতে-নাতে প্রমাণ দিবেন যে, তিনি তার আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একদিন তার বাড়িতে গেলেন। গেটের কাছে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়লেন। বাড়ির কাজের লোক তাকে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে কাসিম আমিনকে খবর দিল। খবর শুনে কাসেম আমিন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে এলেন। সাক্ষাতের পর প্রাথমিক কথাবার্তা শেষে রফিক আল-আজম তাকে বললেন, এবার অবশ্য আপনার সাথে মোলাকাতের জন্য আসিনি, এসেছি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, তার সাথে কিছু সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলব; তবে যদি আপনার অনুমতি হয়!

সাথে সাথে কাসিম আমিন বলে উঠলেন, না...না... এ কি করে সম্ভব?! আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনি কেন সামাজিক বিষয়াদী নিয়ে কথা বলবেন?! তখন রফিক আজম কণ্ঠে বিস্ময় ভাব এনে বললেন, কেন সম্ভব নয়?! আপনি কি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না?! এটা কেমন কথা যে, একদিকে আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে নারী স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান করছেন আর অপরদিকে আপনার পরিবারকেই সেখান থেকে ফিরিয়ে রাখছেন?! এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, আপনি মানুষদেরকে এমন কাজে আহবান করেন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন না!

কাসেম আমিন বললেন যে, না; আসলে বিষয়টা ঐ রকম না। মূলত আমার স্ত্রীর লালনপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা তার পিতা-মাতার কাছে হয়েছে, আমার আন্দোলনের সঙ্গে তার তেমন সখ্যতা গড়ে উঠেনি।

তখন রফিক আল-আজম হেসে উঠে বললেন, বাস্তবতা হলো—শুধু আপনার স্ত্রী নয়, বরং আমাদের সকলের পরিবারের অবস্থা এমনই। আর নিঃসন্দেহে এর মধ্যেই কল্যাণ। মনে রাখবেন, একজন মেয়ের সভ্য-ভদ্র হয়ে উঠা পরপুরুষের সাথে মেলামেশার উপর নির্ভর করে না। আমি মূলত আপনাকে প্রমাণ দিতে চেয়েছিলাম যে, আপনি যা প্রচার

করেন তা সমস্ত লোক—এমনকি আপনার পরিবারও—ছুড়ে ফেলছে।[২]
আজ যারা নারী স্বাধীনতার দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে, আমরা তাদেরকে ঐ কথাই বলি যা বলেছিলেন রফিক আজম। আপনারা বিশ্বের নারীদেরকে যেই পথে ডাকছেন, সেই পথ কি নিজ স্ত্রী-কন্যাদের জন্যও নির্বাচন করেছেন? আপনারা কি চান, আপনাদের স্ত্রী-কন্যারা খোলামেলা পোষাকে বের হোক? যখন-তখন, যেখানে-সেখানে চলে যাক? পরপুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করুক? যদি সত্যবাদী হন, তবে উত্তর দিন।

আমি আমার নারীত্ব ফিরে পেতে চাই

এই আকুতি বিখ্যাত লেখক গনিমা আল-মারজৌক-এর, যিনি 'আমার পরিবার'[৩] নামক ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক। তিনি মেয়েদের আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট শব্দে বলেছেন, 'আহ্! তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ, এটা তোমার জন্য দোষের বিষয়' এটি এমন একটি বাক্য যা আমরা আমাদের শৈশবে বহুবার শুনেছিএবং সেই সময়ে বেশিরভাগ বয়স্ক মহিলারাই এটি বলতেন এবং বারবার বলতেন।

শৈশবে আমরা দেখতাম, ছেলেরা সবকিছু পেত, হরেকরকম খাবার, নানারঙের জামা, খেলনা, গাড়ি ইত্যাদি এবং নির্দ্বিধায় তারা খেলা-ধুলা করে বেড়াত। অপরদিকে আমরা মেয়েরা পাড়ায় খেলতে গেলেই আমাদেরকে সম্মুখীন হতে হত নানা রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতার আর সেই সঙ্গে নানা দোষ তো আছেই। তখন সবকিছুই যেন আমাদের জন্য দোষের ছিল। সেগুলো দেখে আমাদের অন্তর পুড়ে মরত 'দোষ' বলে তারা যে কি বুঝাতে চেতো, সেটাও সেসময় ভাল করে জানতাম না।

ছেলেদের এই অবস্থান দেখে বাৎসল্যবশত একদিন আমি আমার দাদীকে জিজ্ঞেস করে বসলাম 'দাদী! ছেলে হওয়া যায় কীভাবে, বলো তো? তিনি খুব প্রজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দিলেন; বললেন, 'নিজের কনুইকে চুম্বন

[২] দেখুন, আহমদ আল-হুসাইন রচিত 'আল মারআতুল মুসলিমাতু আমামাত তাহাদ্দিয়াত' 'চ্যালেঞ্জের মুখে মুসলিম মহিলা'।
[৩] কুয়েতের একটি ম্যাগাজিন।

করো, তাহলেই দেখবে তুমি ছেলে হয়ে গেছ!' এরপর ছেলে হওয়ার আশায় পাড়ার মেয়েদের সাথে মিলে কতবার যে কনুই চুম্বনের চেষ্টা করেছি, তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তা কি আর সম্ভব?! কনুইও চুম্বন করতে পারিনি, আমাদের স্বপ্নও পূরণ হয়নি।

এক সময় আমরা বড় হয়েছি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও বেড়েছে। আমরা সবকিছু অর্জন করেছি। অনেক জ্ঞান আহরণ করেছি। বিজ্ঞান শিখেছি। আমরাও ঠিক পুরুষের মতই গড়ে উঠেছি। আমরা এখন গাড়ি চালাই। বিদেশ ভ্রমণ করি। আমরা প্যান্ট পরি! আমাদের ম্যাক্সিগুলো শার্টের মত। ব্যাঙ্কে আমাদের ব্যালেন্স রয়েছে। আমাদের সেবার জন্য লোকও রাখা আছে, যে আমাদের দেখা-শুনা করে এবং কোন ডাকাডাকি বা হুমকি-ধামকি ছাড়াই আমাদের সব কাজ করে দেয়। আমরা নেতৃত্বের পদ পেয়েছি। নিঃসংকোচে পুরুষদের সঙ্গে চলাফেরা করি। আমাদেরকে ছেলেবেলায় 'পুরুষ' নামক যেই 'জুজুর' ভয় দেখানো হত সেই পুরুষকেও দেখে নিয়েছি। আমরা মহিলারা আজ সম্পূর্ণরুপে পুরুষে পরিণত হয়েছি।

এরপর অত্যধিক কাজের চাপে পুরুষের ন্যায় আমাদের দেহগুলোও ধীরে ধীরে রোগা হতে শুরু করেছে। আমরা মহিলারও ডায়বেটিস এবং উচ্চ-রক্তচাপে আক্রান্ত হচ্ছি। বেশি চিন্তা-গবেষণা ও মেধা খাটানোর কারণে কালো কালো চুলগুলো ধূসর হয়ে চলেছে। অন্ধকারে ঢাকা রাতের ন্যায় ঘন চুলগুলোও পড়ে যেতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে মাথা হয়ে যাচ্ছে তেলতেলে, টেকো। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষ যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। মহিলারা হয়ে উঠেছে পুরুষের ন্যায়। তারা এখন বাড়ির তদারকি করে। ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের ফিকির করে। চাকর-চাকরাণীকে হুকুম-ফরমায়েশ শুনায়। ঠিকাদারদের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখা-শুনা করে। বলতে গেলে সকল কাজেই মহিলারা পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

তবে আজকাল 'বন্ধ্যাত্ব' এর ঘটনা বেড়ে গেছে। একজন সিনিয়র

হরমোন বিশেষজ্ঞ এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'কুয়েতে মহিলাদের মধ্যে পুরুষ হরমোন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর কারণ হতে পারে পরিবেশ।' এটি একটি বাস্তব কথা, বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে প্রাজ্ঞ ডাক্তার যা প্রকাশ করেছেন।

এখন সব কিছু অর্জন করার পর, কুয়েতের পুরুষদের উপর মহিলাদের বিজয়ে আমাদের অন্তর-আত্মা ভরে উঠার পর আমি আমার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী একেবারে খোলাখুলি বলছি—

সে নারী কতই না ভাল! আর কতই না ভাগ্যবতী! যে আশ্রয় খোঁজে নিজ স্বামীর কাছে। স্বামীই হয় তাদের শক্তির উৎস। যার স্বামী তাকে নিষেধ করে একাকী বাহিরে যেতে। বরং কামনা করে - সর্বদা সে যেন বাড়িতে থাকে, সন্তানদের লালন-পালন করে এবং তার বাড়ির দিকটা যথাসম্ভব সামলে রাখে। আর অপরদিকে স্বামী হয় তার একজন আস্থাশীল অভিবাবক, নিরাপদ আশ্রয়।

হ্যাঁ, এই কথাটি আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরেই বলছি, আমি আমার নারীত্বে ফিরে আসতে চাই, আমি আমার 'নারীজীবন' ফিরে পেতে চাই, যা আমি আমার জীবন ও কর্মের ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছি!

সত্য কথা হলো, বুদ্ধি কখনও কখনও অভিশাপ হয়ে আসে। আধুনিক সমস্যাগুলোর অধিকাংশ এই অভিশপ্ত বুদ্ধিরই ফল। কতই না সুন্দর সব কিছুর প্রাকৃতিক নিয়ম! কিন্তু এই বাস্তবতাটি আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে ঠিক তখন, যখন আমরা ভুল পথে চলে চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আমি বলি, এখন যদি আধুনিক মেশিনগুলোর ব্যবহারে কনুই চুম্বন (ছেলে হওয়া) বাস্তবেই আমাদের জন্য সহজ হয় এবং তা হয়েও যায় তারপরও আমি এই কাজটি কখনোই করব না, তবে কেন করব না? সেটা আপনাকে বলব না, এই রহস্যাটা নিজের কাছেই গোপন রেখে দিলাম'।[৪]

এই ছিল বিখ্যাত লেখিকা গনিমা আল-মারজৌক-এর অভিব্যাক্তি। যুক্তির নিরিখে তার অভিব্যাক্তিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। কারণ,

[৪]. 'আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ' আরব জার্নাল, সংখ্যা-১৪৩।

তিনি একজন অভিজ্ঞ মহিলা। তিনি যা বলেছেন, বুঝে-শুনে বলেছেন, অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন।

হায়! আজ যদি আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের এ সম্পর্কে একটুও অবগতি থাকত! নিজেদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা হলেও তাদের জ্ঞান থাকত! তাদেরকে কোন মহৎ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যদি তারা উপলব্ধি করতে পারত!

তবে এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ার লক্ষ্যে অবশ্যই আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় তাদের জীবন-যৌবন ও নারীত্ব যে হুমকির মধ্যে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করুন! মেয়েদের স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতা আনুন

এই দাবি আমেরিকান সাংবাদিক হেলসিয়ান স্ট্যানসবারি-এর। তিনি একজন বিশ্বভ্রমণকারী সাংবাদিক। প্রায় আড়াই শতাধিক আমেরিকান সংবাদপত্রে তিনি লেখা পাঠিয়ে থাকেন। তার একটি দৈনিক নিবন্ধ রয়েছে, যা কয়েক মিলিয়ন পাঠক পড়ে থাকেন। তিনি বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংবাদিকতায় কাজ করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত দেশ সফর করেছেন। তার বয়স এখন পঞ্চান্ন বছর।

তিনি কায়রো সফর করেছিলেন এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ সেখানে কাটিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি কায়রোর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, যুব শিবির, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কিশোর ক্লাব, মহিলা ক্লাব, শিশুকেন্দ্র এবং কায়রোর বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লার বেশ কিছু পরিবারে সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তার এই ভ্রমণটি ছিল গবেষণামূলক। 'সমাজের যুব ও পারিবারিক সমস্যা' বিষয়ে লিখার জন্য তিনি এই ভ্রমণটি করেছিলেন। ভ্রমণ শেষে তিনি মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে এই স্বীকারোক্তিটি লিখেছেন—

'(মুসলিম) আরব সমাজ এখনও নিরাপদ ও সুদৃঢ়। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি মেনে চলা হয়, যা যুবক-

যুবতীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত সীমা নির্ধারণ করে। আপনাদের এই সমাজ ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনাদের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এমন নীতি-নৈতিকতার সম্পদ রয়েছে, যেগুলো নারীর অবাধ স্বাধীনতার মুখে লাগাম পরায়, পিতা- মাতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আবশ্যিকভাবে সাব্যস্ত করে এবং তারচেয়েও বড় কথা, ঐসব পশ্চিমা নোংরা ফিল্মের ব্যাপারে তা খুবই কঠোর, যা ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ ও পরিবারকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

সুতরাং আপনাদের সমাজ মেয়েদের উপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করে সেগুলো বৈধ, যুক্তিসঙ্গত এবং উপকারী। এ কারণেই আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি—আপনারা আপনাদের ঐতিহ্যগত রীতি-নীতিগুলো মেনে চলুন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী আকড়ে ধরুন! নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করুন! মেয়েদের স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধতা আনুন! বরং আপনারা পর্দার যুগে ফিরে যান! সেটাই আপনাদের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার অশ্লীলতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং উম্মাদনার চেয়ে বেশি কল্যাণকর হবে।

অবাধ মেলা-মেশা বন্ধ করুন! এর কারণে আমরা আমেরিকাতে অনেক ক্ষতির মধ্যে পড়েছি। বর্তমানে আমেরিকান সমাজ একটি পঙ্গু সমাজে পরিণত হয়েছে। পর্নোগ্রাফি এবং অনৈতিকতার সকল চিত্রে তা ভরপুর। জেলখানা, ফুটপাত, বার এবং গোপন ঘরগুলোতে অবাধ মেলা-মেশা ও সেচ্ছা-স্বাধীনতার কোপাঘাতে বলি হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার নারী-পুরুষ। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে যেই অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি, তাতে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কিশোর গ্যাং, মাদক দল এবং মাদকাসক্ত।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, পর্নোগ্রাফি ও স্বেচ্ছাচারিতা-স্বাধীনতা ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সমাজ ও পরিবারকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিতে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে ...”

এই হলো অভিজ্ঞ এক মহিলার বক্তব্য, যিনি ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ

ও পরিবারের ভঙ্গুর অবস্থা দিব্য চোখে দেখেছেন, অবাধ মেলা-মেশা ও অবাধ স্বাধীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে যার দীর্ঘ দিনের। তার এই সুস্পষ্ট বক্তব্যে ঐসকল ব্যক্তিদের বোঝা উচিত, যারা আমাদের ইসলামী দেশগুলোতে অবাধ মেলা-মেশার পক্ষে আওয়াজ তুলছেন এবং সেসব মেয়েদেরও হুশ হওয়া দরকার, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে ভেসে চলেছে। এই কামনা রেখে অভিব্যক্তিটি তুলে ধরলাম। আছে কি কোন চিন্তাশীল ব্যাক্তি?

এক হাজার মহিলা প্রতিনিধি এবং এক হাজার মহিলা আইনজীবীর চেয়ে নিষ্পাপ সন্তান কোলে করা ঐ গ্রাম্য সাধারণ মহিলাই দেশ ও জাতির জন্য অধিক সম্মানের ও অধিক উপকারী

'আজিজা আব্বাস আসফুর' নামের একজন মিশরীয় অধ্যাপিকা এই স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন। কিছু মহিলা আইনজীবি নিয়োগের ব্যাপারে মিশরের বিচারমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জারি করা সিদ্ধান্তের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি উক্ত কথাটি বলেছিলেন। তার পূর্ণ বক্তব্যটা হলো—

'বিচারমন্ত্রী 'কিশোর মামলায়' মহিলা আইনজীবি নিয়োগের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা যদি মহিলার জন্য কল্যাণকর হত, তবে আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, তিনি যেন মহিলাদেরকে এ কাজে সফলতা দান করেন! কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনুন! আমি আইন অনুষদ থেকে প্রথম বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছি এবং দশ বছরেরও অধিক সময় ধরে আইন অনুশীলন করেছি। এর মিষ্টতা-তিক্ততার স্বাদ একসাথেই আস্বাদন করেছি। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি খোলামেলাভাবে ঘোষণা করছি—

উপ-মন্ত্রীত্ব এবং আইনজীবি পেশা উভয়টি নারীর স্বভাবের সাথে সঙ্গতিহীন এবং তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক। আমি সমবেদনা প্রকাশ করছি—আমাদের বাকি শিক্ষিত মেয়েদের প্রতি, যারা এখনও এই তিক্ত এবং ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। আমি অনুরোধ করছি— তারা

যেন নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন এমন এক ভয়াবহ পরিণতি থেকে, যার তিক্ততা অনুধাবন করা যায় কেবলমাত্র তাতে জড়িয়ে পড়ার পরেই এবং তারা যেন নিজহাতে নিজেদের সুখ বিনষ্ট না করেন।

আমরা মহিলা আইনজীবিরা, কাজের জটিলতা ও অত্যধিক চাপে, স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে অব্যাহত লড়াইয়ে এবং বাস্তবতার কঠিন ময়দানে চলতে চলতে স্নায়ুগুলো ভেঙে ফেলেছি। আল্লাহর নামে কসম করে বলছি! একটু ভেবে দেখুন, কী করুণ পরিণতি হবে, যখন উপ-মন্ত্রী তার সৃষ্টিগত স্বভাবের কাছে নত হবে, তার জীবনের মৌলিক অধিকারটি সম্পাদন করবে, বিবাহ করবে, সন্তানাদী হবে, এরপর কোন মামলার তদন্তের জন্য ছুটাছুটি, সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি দায়-দায়িত্ব তাকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। স্বামীকে রেখে আসবে ঘরে। সে-ই দেখা-শুনা করবে বাচ্চাদের, ছোটদেরকে দুধ পান করাবে। অন্যদিকে স্ত্রী ঘুরতে থাকবে বাইরে বাইরে, বিভিন্ন স্থানে, যেন সে একজন পথের মানুষ, দিনেও বাড়ি ছাড়া রাতেও বাড়ি ছাড়া ???

এরপর এই মহিলাকে যখন কোন দায়িত্ব দিয়ে পরিবার থেকে দূরের কোন অঞ্চলে পাঠানো হবে, যেখানে কর্মচারীদের বিশ্রামাগার ব্যতীত থাকার জন্য উপযুক্ত কোন স্থান নেই, তখন তিনি কি করবেন? তিনি কি তার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে রাত কাটাবেন? আপনারা জানেন- ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিক-ভদ্রতা এ সবকিছুই বলে- নারী সর্বদা বিপদাপদ, প্রলোভন-প্ররোচন এবং পিচ্ছিল স্থান থেকে দূরে থাকবে।

পুরুষের সঙ্গে এভাবে মেলা-মেশা তাকে নিশ্চিত বিপদ ও বড় ধরণের ক্ষতির দিকে ঠেলে দিবে এবং তার চরিত্রের ব্যাপারে মানুষের জিহ্বা লাগামহীন হয়ে যাবে। মানুষেরা তাকে দোষারোপ করবে, গালি দিবে এবং তার ব্যাপারে অপবাদ রটাবে। আর একজন নারীর জীবনে তার সম্মান ও চারিত্রিক পবিত্রতাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ঠ্য, এর বিপরীতে অন্য যে কোন অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা—তা যত বেশিই হোক না কেন নগণ্য ও তুচ্ছ।

তারপরে তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে এক হাজার মহিলা প্রতিনিধি এবং এক হাজার মহিলা আইনজীবির চেয়ে গ্রামের ঐ সাধারণ মহিলা—যিনি সন্তান প্রতিপালন করে জীবন কাটাচ্ছেন—দেশ ও জাতির জন্য অধিক সম্মানের এবং অধিক উপকারী। হে নারী জাতি! আপনারা আদর্শ মা হওয়ার চেষ্টা করুন! আপনাদেরকে সৃষ্টি করার এটাই মূল রহস্য ও উদ্দেশ্য।[৫]

ইউরোপীয়ান পরিবারকে আপনার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন না!

উপদেশটি 'নাদিয়া ওবাররি' এর। এক আরব ম্যাগাজিন পরিচালিত সাক্ষাৎকারে তিনি কথাটি বলেছিলেন। তিনি এক ফরাসি মহিলা। তবে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তিনি তার ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

আমি আরব (মুসলিম) মহিলাকে তার বাড়িতে একজন ইউরোপীয়ের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয়া এবং বেশি সম্মানীতা হিসেবে পেয়েছি। আমি মনে করি, আরব স্ত্রী এবং মায়েরা আমাদের চেয়ে অনেক সুখে বাস করেন। তাদের অবস্থা ইউরোপিয়ান শ্রমজীবী মহিলাদের থেকে অনেক ভিন্ন, যারা পারিবারিক বোঝা ছাড়াও অন্যান্য অনেক বোঝায় ন্যুজ।' তিনি মুসলিম মহিলাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, "ইউরোপীয় পরিবারকে আপনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন না। কারণ, তাদের পরিবারগুলো একটি মন্দ নমুনা, যা কোনক্রমেই অনুসরণযোগ্য নয়।"[৬]

মহিলাদের নিজ বাড়িতে অবস্থান করা এবং স্বামীর খেদমত করা ও সন্তান-সন্ততির লালন-পালন করা তার সাফল্য ও সুখের মূলমন্ত্র এবং একটি পরিবারের টিকে থাকা ও তাদের সংহতির প্রধান উপকরণ। বিশেষত, ইসলাম যেহেতু মহিলাদেরকে ভালো কাজে নিজ স্বামীদের মান্য করার আদেশ দেয়, যেমন পুরুষকে আদেশ দেয় নারীদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা

---

[৫] সালমান আল-আওদা রচিত 'হিওয়ারুন হাদীউন' গ্রন্থ।

[৬] 'মাজাল্লাতুল উম্মাতিল কাতারিয়্যাহ' কাতারি জাতির ম্যাগাজিন, সংখ্যা-৩৪।

ও সহানুভূতি প্রদর্শনের। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

استوصوا بالنساء خيراً

। তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।[৭]

বরং বিজ্ঞ দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ভাষ্যমতে, একটি জাতির সাফল্য এবং তাদের আধিপত্য বিস্তার নির্ভর করে নারীদের ঘরে অবস্থানের উপর। অপরদিকে জাতির ধ্বংস ও তাদের সভ্যতা পতনের ক্ষেত্রে বড় কারণ হয়ে থাকে নারীদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়া এবং পুরুষদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করা। এর সহজ একটি উদাহরণ হলো রোমান সভ্যতা।

উনবিংশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপিডিয়ায় বলা হয়েছে—রোমানদের মধ্যে পুরুষরা যেমন ছিল কর্মঠ ও কাজের প্রতি আগ্রহী, তেমনি মহিলারাও ছিল দক্ষ ও কাজের প্রতি যত্নবান। পুরুষরা যুদ্ধ-বিগ্রহসহ বাহিরের অন্যান্য কাজ করত, আর মহিলারা কাজ করত তাদের ঘরে। ঘরের স্বাভাবিক কজ-কর্ম শেষে মহিলাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সুতা কাটা ও বুনন।

এরপর একটা সময় এল, যখন বিনোদন ও বিলাসিতাবোধ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল নারীদেরকে গৃহাঙ্গন থেকে বাহিরে টেনে আনতে, যাতে তারাও পুরুষদের সাথে বিভিন্ন বিনোদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আনন্দ-উল্লাসে অংশ নিতে পারে। একসময় সত্যি সত্যি নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে এলো, ঠিক যেমন প্রাণ বের হয়ে যায় আঙ্গুলের মধ্য থেকে। এতে করে পুরুষেরা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের সস্তা পথ পেয়ে গেল। নারীদের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট করা, তাদের আত্মিক পবিত্রতায় কলঙ্ক লেপন ও ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার 'সুবর্ণ সুযোগও' হাতে চলে এলো।

ঐ সময় থেকে মেয়েরা নৃত্যশালায় উপস্থিত হতে লাগল, ক্লাবে ক্লাবে

[৭] হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. এর সূত্রে সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত।

নাচ-গান করতে লাগল। পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল মহিলাদের হাতে। একপর্যায়ে গিয়ে সর্বত্র নারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হল। এমনকি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল নির্বাচন-অপসারণের ক্ষেত্রেও তারাই হয়ে উঠল প্রধানব্যক্তি। এ অবস্থার পরে রোমান রাজ্য বেশি দিন টেকেনি। অল্প কয়দিনের মধ্যে চতুর্দিক থেকে ধ্বংস এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে'। [৮]

ইতিপূর্বে যে সকল সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে, সেগুলোর অবস্থাও ঠিক এমনই ছিল। আজকের এই পশ্চিমা সভ্যতাও যে –বিজ্ঞজনদের ভাষ্যমতে—মৃত্যুর প্রহর গুনছে এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছে। এর পিছনেও সেই একই কারণ।

আছে কি কোন সুবিবেচক, যিনি বিষয়গুলো একটু ভেবে দেখবেন?!

ফ্যাশন হাউসে আমি ছিলাম নিছক এক চলন্ত প্রতিমা

এই অভিব্যক্তিটি বিখ্যাত মডেল গার্ল ফ্যাবিয়ান-এর। সে আঠারো বছর বয়সী এক কিশোরী, যে পারফিউম, মখমল এবং ফ্যাশন জগত ছেড়ে আফগান অঞ্চলে চলে এসেছিল, জীবনের বাকীদিনগুলো মুসলিম পরিবারের মধ্যে কাটাতে।

ফ্যাবিয়ান নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেছে—

আমার উপর যদি সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুগ্রহ না হত, তাহলে আমার বাকী জীবন এমন এক দুনিয়াতে নষ্ট হয়ে যেত, যেখানে মানুষ তার মনুষত্ব ছেড়ে দিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মনের চাহিদা পূরণ ও প্রবৃত্তির দাসত্ব, মূল্যবোধ বা নৈতিকতার কোন ছোয়া যার ভিতর নেই।

সে আরো বলেছে—

সামনের পথটি আমার জন্য খুবই মসৃণ ছিল (বা আমার কাছে এমনই মনে হয়েছিল)। ফ্যাশন জগতে ঢুকার পর খুব দ্রতই আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এত দামী দামী উপহার-উপঢৌকন আমি পেতাম,

[৮] মোস্তফা আস-সিবায়ী রচিত 'আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন' পৃষ্ঠা-১৮৭।

যা অর্জন করাতো দূরের কথা, স্বপ্নেও কখনো দেখেনি। তবে এর জন্য আমাকে চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে।

প্রথমেই আমার থেকে আমার মানবতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাফল্য ও গৌরবের শর্ত হিসেবে সংবেদনশীলতা ও অনুভূতি হারাতে হয়েছে। লজ্জা-শরম ছাড়তে হয়েছে, যার ছত্র ছায়ায় আমি বেড়ে উঠেছিলাম। বিবেক-বুদ্ধি খোয়াতে হয়েছে। আমার অবস্থা তো এতোটাই করুণ হয়ে গিয়েছিল যে, শরীরের গতিবিধি আর সংগীতের ছন্দসুর ছাড়া আর কিছুই বুঝতাম না।

শুধু এতটুকুই নয়, আমাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল সমস্ত সুস্বাদু খাবার থেকে। আমার জীবন নির্ভর হয়ে পড়েছিল রাসায়নিক ভিটামিন, টোনিকস এবং উদ্দীপক ঔষুধের উপর। সবচেয়ে বড় কথা হলো—এসব কিছুর আগে আমি মানুষের প্রতি অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম। যার কারণে কাউকে পছন্দ করা বা কাউকে ঘৃণা করা বলে কোন কিছু আমার জীবনে ছিল না।

তারপর সে স্বীকারোক্তি দিয়েছে—

ফ্যাশন হাউসগুলো আমাকে চলন্ত প্রতিমা বানিয়ে রেখেছিল, যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছলনা করা; মনমাতানো কথা দিয়ে, বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে। আমি শিখেছিলাম কীভাবে মানুষের সামনে নির্জীব, নিষ্ঠুর, অহংকারী ও অনুভূতিহীন থাকতে হয়। আমি ছিলাম পোশাক পরিহিত মানুষের খোলস। আমি ছিলাম প্রাণহীন, নির্জীব ; যা চলাফেরা করে, হাসে, কিন্তু তাতে অনুভূতির কোন ছোয়া থাকে না।

আর এ কাজের প্রার্থীতো আমি একা ছিলাম না, প্রার্থীর সংখ্যা ছিল বহু। এ কারণে যেই মডেলগার্ল মনুষত্ব ও মানবতার আবরণ ফেলে দিয়ে যত বেশি চকচকে ত্বকত্বকে হতে পারত, এই নিষ্ঠুর-নির্জীব দুনিয়াতে তার কদর ও সার্থকতা তত বেশি বেড়ে যেত। তবে যদি সে কোন সময় ফ্যাশনের কোন একটি নীতিও লজ্ঘন করত, তাকে নানা ধরণের শারীরিক-মানসিক শাস্তির সম্মুখীনও হতে হত।

সে আরো বলেছে—

নতুন নতুন ফ্যাশনের মডেল হয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতাম আর শয়তানের মনোরঞ্জনে লাজ-লজ্জা ছেড়ে দিয়ে নগ্নতা ও নারী ছলনার যতসব কলা-কৌশল রয়েছে সব প্রদর্শন করতাম।

আবেগমাখা কণ্ঠে ফ্যাবিয়ান বলে—

আমি আমার এই শূন্য শরীরে হাওয়া-বাতাস আর নির্দয়তা ছাড়া ফ্যাশনের পোশাকের কোন সৌন্দর্যতা অনুভব করতাম না বরং আমি দেখতাম, দর্শনার্থীদের যত শ্রদ্ধাবোধ সব আমার গায়ের পোশাকের প্রতি, আর আমার প্রতি তাদের দৃষ্টি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞায় ভরা।[৯]

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে ফ্যাবিয়ান সেই অসহনীয় নরগ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং চিরসত্য ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। আর তারপর তার এই মনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে পাশ্চাত্য জীবনের সারশূন্যতা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তার বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। তাই এই ব্যাপারে বিশেষ কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন অনুভব করছি না।

আমি নারী। আমি আমার নারীত্বকে লালন করি। আমি একজন মহিলা

এই স্বীকারোক্তি কুয়েতের লেখিকা 'লায়লা আল ওসমান'-এর। তিনি তার সেই স্বীকারোক্তিতে লিখেছেন—

আজ আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করব—বহু বিষয়ে আমি তথাকথিত (নারী স্বাধীনতা) এর বিরুদ্ধে, যেই স্বাধীনতা অর্জন করতে নারীকে তার নারীত্ব বিলীন করতে হয়, তার সম্মান-মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়, তাকে ছাড়তে হয় নিজগৃহ এবং আদরের সন্তান-সন্ততি।

বলতে দ্বিধা করব না—অন্যান্য মহিলাদের মত আমার এই সাহস নেই

[৯] আল-মুসলিমুন পত্রিকা, সংখ্যা-২৩৮।

যে, নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা তৈরির ভয়াবহ ঝুঁকি আমার কাঁধে তুলে নিব। বরং (গর্বভরে বলব) আমি একজন মহিলা।

সামনে গিয়ে বলেছেন—

এর অর্থ কি এই যে, আমার দৃষ্টিতে আমার বাড়ি হবে একটি কারাগার—প্রকৃতপক্ষে যা একজন নারীর স্বর্গ? সন্তান-সন্ততিকে মনে করব শক্ত রশি—যা আমার ঘাড়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে? স্বামী হবে আমার কাছে নিছক জেলরের ন্যায়, যে শিকল দিয়ে আমার পা দুটি বেঁধে রাখে, এই ভয়ে যে তাকে উপেক্ষা করে আমি কোন অপরাধে জড়িয়ে পড়ি কি না? না, কখনো না। আমি নারী, আমি আমার নারীত্ব নিয়েই গর্বিত। আমি নারী। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দিয়েছেন তাতেই আমি তুষ্ট। এতেই আমার সম্মান। আমার নীতি হল—প্রথমে আমি একজন গৃহিণী, বাড়ির কাজ-কর্মই আমার প্রধান ব্যস্ততা, চাকুরি বা ডিউটি। এরপর পরিবারের স্বার্থে যদি ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজন পড়ে, আমি করব। সেটা আমার জন্য মানানসই।

তবে প্রভুর কসম! আমার প্রথম অবস্থানস্থল হবে আমার ঘর। আমার ঘর। আমার ঘর। কখনো প্রয়োজন হলে বাহিরে যাব।[১০]

জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার দাবি একটি অবাঞ্চিত দাবি, ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতেও, আবার যুক্তির নিরিখেও। শরীয়তের ব্যাপারটাতো খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষের সাক্ষ্যকে দুইজন মহিলার স্বাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করেছেন এবং পুরুষের উত্তরাধিকারকে দুইজন মহিলার অংশের সমান নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে মহিলার রক্তপণ নির্ধারন করা হয়েছে পুরুষের অর্ধেক। কুরআনের ভাষায়—

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

। পুরুষ নারীর মত নয়। (আলে ইমরান: ৩৬)

[১০] 'রিসালাতুন ইলা হাওয়া' তৃতীয় খন্ড, পৃষ্টা-৮৫।

যুক্তির দিক থেকেও এটি একটি স্পষ্ট বিষয়। কারণ, প্রাকৃতিকভাবেই মেয়েদেরকে এমন কিছু অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, পুরুষরা যেগুলোর সম্মুখীন হয় না। যেমনঃ গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, ঋতুস্রাব এবং প্রসবোত্তর স্রাব ইত্যাদি। সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গগত সমতা যে অসম্ভব, এটা প্রামাণের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, পুরুষের তুলনায় নারীদের বুদ্ধির বেশ পার্থক্য রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যালিফোর্নিয়া মেডিকেল সেন্টারে একটি গবেষণা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে দশ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে চলমান বেশ কয়েকটি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। এই গবেষণাগুলোর মধ্যে একটি ছিল ডাক্তার 'এলেনের ম্যাককোবি' উপস্থাপিত গবেষণা। এতে তিনি দেখিয়েছেন নারী ও পুরুষের মধ্যে মেধাগত বেশ পার্থক্য রয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে লিপিবদ্ধ করা পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে তিনি তার এই মত প্রকাশ করেছেন। এলেনরের গবেষনায় যে ফলাফল এসেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো—উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিস্কার যোগ্যতা নারীর তুলনায় পুরুষের মধ্যে বেশি, এমনকি সাহিত্য অঙ্গনেও।

এই পার্থক্যটি আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত 'মেধা যাচাই' পরীক্ষা। কারণ, এসব পরীক্ষায় দেখা গেছে, ছেলেদের মধ্যে মেধার হার মেয়েদের চেয়ে ২২% বেশি।[১১] গবেষকরা এর কারণ হিসেবে মেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির বিশ্লেষণাত্মক বৈশিষ্ট্যের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন।

ডাক্তার এলেনর এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এমন সব পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর, যেগুলোর মাধ্যমে মেধাগত বৈশিষ্ট্য—যেমন চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতা, অন্যের উপর নির্ভরতার মাত্রা, বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, এবং মনোনিবেশ করার সক্ষমতার পরিধি—ফুটে উঠে।

---

[১১] এটি তুলনামূলক। কারণ এমন কিছু মহিলারাও আছেন, যারা অনেক পুরুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। তবে সামাগ্রিকভাবে বলতে গেলে পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অনেকদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও বুদ্ধিমান।

ডক্টর এলিয়েনর ম্যাককোবি আরো বলেছেন—'চিন্তা-ভাবনার ব্যবহার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আলাদা হয়, তাই মেয়েরা আলোচনা-পর্যালোচনার বিস্তৃতির দিকে বেশি ঝোঁকে, বিশ্লেষণাত্মক দিকগুলোর তুলানায়।'[১২]

গবেষক 'মারিয়া মান' ও এই বিষয়ে ডাঃ এলিয়েনরের মতামতকে অনেকাংশেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন—

"মহিলারা একটি মানসিক ব্যাধিতে ভুগেন যা তাদের কাছে সুখের গ্যারান্টি হিসেবে নারীত্বকেই বড় করে তোলে। যার কারণে হালকা শরীর, সুন্দর গড়ন, হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল চিত্ত, মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং পুরুষকে আকৃষ্ট করে এমন সব বস্তু তাদের কাছে প্রিয় হয়। কীভাবে রকমারী খাবার-দাবার রান্না করা যায়, সন্তানদের লালন-পালন করতে হয়, সংসার সাজাতে স্বামীর পাশে দাড়াতে হয়, এগুলোর প্রতি তার প্রবণতা থাকে অতিমাত্রায়।" [১৩]

এখানে দুজন মহিলার স্বাক্ষ্য তুলে ধরা হলো, যাদের একজন চিকিৎসক অপরজন 'নারী' গবেষক। তারা উভয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নারীদের মধ্যে মেধার বিশ্লেষনাত্মক গুণের অভাব রয়েছে। আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই বলেছেন—(কথাটি বলেছিলেন আরবের নারীদের উদ্দেশ্যে)

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُّب الرجل الحازم من إحداكن...

> 'বুদ্ধিমত্তায় ও দীনদারিতায় অপূর্ণাঙ্গ নারী জাতির এমন কাউকে আমি দেখিনি, যে একজন শক্তিশালি পুরুষের বুদ্ধি-বিবেক হরণ করায় তোমাদের কারো থেকে বেশি পারদর্শী।'

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার বাণী এবং তাঁর রাসূলের কথার পরে অন্য

[১২]. 'কামূসুল আইলাতিত তিব্বী' পারিবারিক মেডিক্যেল অভিধান, পৃষ্ঠা-১৮৩+ ।
[১৩]. 'কামূসুল আইলাতিত তিব্বী' পারিবারিক মেডিক্যেল অভিধান, পৃষ্ঠা-১৮৩+ ।

কোনও ব্যক্তির সাক্ষ্য আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে অসুস্থ আত্মার কিছু লোক রয়েছে যারা তুষ্ট রোগে ভোগে এ জাতীয় বক্তব্যের দ্বারা—যদিও তা আল্লাহ তাআলার বাণী এবং তাঁর রাসুলের কথার পরিপন্থী হয়—এই ধরণের লোকেরা যাতে অজুহাত দেখানোর সুযোগ না পায়, এ কারণেই আমি এখানে এসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

বোন আমার! সতর্ক হও

যেহেতু 'নারী স্বাধীনতা' বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে, সেহেতু এ প্রসঙ্গে কবি ইব্রাহিম আবু আবা'র বিখ্যাত কবিতাটি উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তার এই কবিতাটি একটি দুর্দান্ত কবিতা। কবিতাটির মধ্যে শিখার অনেক কিছু আছে, শুধু প্রয়োজন একটু চিন্তার, একটু ভাবনার। কবিতার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হল—

উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ উঠল,
নারীকে মুক্ত কর। নারীকে স্বাধীন কর।
খুলে দাও তার বাঁধনগুলো। নিতে দাও তার অধিকারগুলো।
নেকাবের জাল ছিন্ন করে,
ঘোমটার বোঝা ফেলে দিয়ে,
পুরনো সব নীতি-প্রথা ভেঙ্গে-চুরে,
ডর-ভয়হীন এগিয়ে যাবে, সব বাঁধনের রজ্জু থেকে মুক্ত রবে।
মতলববাজদের শ্লোগান উচ্চকিত হল,
নারী স্বাধীনতার নামে,
উন্নতি ও অগ্রগতির নামে, সংস্কৃতির নামে।
তাকে বোকা বানাতে
তারা বলল, ওকে ছেড়ে দাও।
সে যা করতে চায় তা তাকে করতে দাও।
যার সাথে সে মিশতে চায় তার সাথে তাকে মিশতে দাও।
তাকে ছাড়ো, তার অধিকারগুলো আদায় করে নেওয়ার সুযোগ দাও।
তার পথ উন্মুক্ত করো, কাঁটাতারের বেড়া উঠিয়ে দাও,

নারী স্বাধীনতার শপথ নাও।

বোন আমার! সতর্ক হও!
বুকে সাহস সঞ্চার করো, দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠো,
তোমরা আমার পিছু ছাড়ো, সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করো।
আমি চাই– আমার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে,
আমার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত রাখতে,
উচ্চকণ্ঠে হুংকার ছাড়ো।
আমি একজন আত্মমর্যাদাশীলা নারী।
আমি তোমাদের হাতের খেলনা নই।
তোমরা চাও, আমাকে নিয়ে খেলতে
হিজাব খুলে ফেলে আমাকে বিবস্ত্র করতে
রাস্তায় বের করে, হায়েনা-কুকুরের কবলে ফেলে
আমার জীবন-যৌবন ছিনিয়ে নিতে.
তোমাদের লক্ষ্য, আমাকে তোমাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের বাহন বানানো।
আমি এটা হতে দিই কী করে?
আমি আমার বাড়িতেই সুখের সন্ধান করব।
নিজেকে এবং নিজের সম্মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে
স্ত্রীত্বের ভালোবাসা দিয়ে স্বামীকে সুখী করে
মাতৃছায়ায় মেয়েদেরকে গড়ে তুলে
আপন ছেলেদের পালন করে।

হে বোন, সতর্ক হও!
তারা চায়, সম্মান-সম্ভ্রমের মিনারাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে
মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ভিতে আঘাত হানতে
তারা চায়, তোমাকে জীবন্ত দাফন করতে
আমি কী করে এ প্রস্তাব গ্রহণ করি?
এ যে নারীত্বের প্রতি শত্রুতা!
অতএব চুপ করে থাকো, হে নারী স্বাধীনতার দাবিদার!

তোমরা তো কুপ্রবৃত্তি ও অনৈতিকতার দিকে আহ্বান করে চলেছ
যে বস্তাপঁচা স্লোগান নিয়ে আজ তোমরা মাঠে-ময়দানে
পশ্চিমারা সেই পাঠ চুকিয়ে ফিরেছে কয়েক দশক আগে
হ্যাঁ, আর আজকে তারা তার ফলও পেতে শুরু করেছে
তবে সে ফল মিষ্ট নয়, তিক্ত। বিষবৃক্ষের বিষফল।
তাদের পরিণতি কতটা করুণ!
অবুঝ মেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়
দিন কয়েক পরে বাড়িতে ফিরে নোংরা গর্ভের কলঙ্ক বয়।
তারপর গর্ভের সেই সন্তানকে হত্যা করে
নোংরা কাজের পথ পরিষ্কার করে
কখনো আবার দয়া দেখায়
শিশুটি জীবনের আলো পায়
কিন্তু সর্বশেষ দুর্ভাগাদের আশ্রয় হয় ডাসবিন বা নর্দমা।
অহর্নিশ খুজতে থাকে কোথায় তার মা-বাবা?
কে তাকে স্নেহের কোলে তুলে নিবে?
কে তাকে দুধ খাওয়াবে, আদর করবে?
বুকে-পিঠে সোহাগের হাত বুলিয়ে দিবে?
কিন্তু না, নিষ্ঠুর এই দুনিয়ায় তার ভাগ্যে এসবের কিছুই মেলে না।
এভাবে সে বেড়ে ওঠে, হৃদয়ে ঘৃণার আগুন জ্বলতে থাকে
সে আগুন ছড়িয়ে দেয় দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে।
জীবন হয় বাঁধাহীন, চলতে থাকে বল্গাবিহীন।
তুমি দেখবে, আজ একে হত্যা করেছে।
কাল গিয়ে কোথাও চুরি করেছে।
পরশু কারো সম্পদ লুটেছে।

প্রিয় বোন, সতর্ক হও!
এই কি সেই অধিকার, যার প্রতি তোমরা আহ্বান করে চলেছ?

তোমাদের জন্য এবং তোমাদের আহ্বানের জন্য শত আফসোস!
এগুলো বাজে প্রস্তাব, আমরা এগুলো গ্রহণ করতে পারি না।
অতএব চুপ করে থাকো, হে মতলববাজের দল!
আমি আমার ধর্মের শিক্ষাকেই আকড়ে ধরব।
এরই মধ্যে রয়েছে আমার মুক্তির মন্ত্র।
এতেই আমার জীবন ধন্য। এতেই আমার সুখ।
প্রিয় বোন, সতর্ক হও!
ধোকার জাল ছিন্ন করে মুক্ত রও।[১৪]

[১৪] এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানি সাহেবের ছোট্ট একটি কথা খুব মনে রাখার মত। তিনি বলেন, আশ্চর্য হবার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায় তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা, পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশ পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসা-দৃষ্টির শিকার হয় তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা! (ইছলাহি মাওয়াইয, পৃ. ১৫৪)
এ বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাহেবের রচিত নারীর শত্রু-মিত্র গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। এছাড়া মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত 'মুসলিম নারী, পশ্চিমা নারী' এবং 'ইসলাম ও নারী' শিরোনামের লেখা দুটোও পড়া যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

আইবুড়ো মহিলাদের স্বীকারোক্তি

আইবুড়ো থাকার ঘটনাটি আজকাল এক ভয়ঙ্কর ভূতে পরিণত হয়েছে, যা অনেক মেয়ের জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, বিশেষত ঐ সকল শ্রমজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে, যারা পড়াশোনা ও কাজের অজুহাতে যথাসময়ে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিল আর এর কঠোর পরিণতি স্বরূপ তারা অবিবাহিতই রয়ে গেছে।

এ অধ্যায়ে আমরা এরকম আইবুড়ো কয়েকজন মেয়ের আর্তনাদই শুনতে পাবো!

আমি ভাবছি—আগুন লাগিয়ে আমার সব সার্টিফিকেট জ্বালিয়ে দিব

তাদের একজন বলেন—

'অন্যান্যদের মত আমিও প্রথম জীবনে সেই উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি স্বীকার করি যে, ভবিষ্যতে 'মা ও স্ত্রী' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না, তখন আমার কাছে আমার পড়াশুনাই ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে। এ কারণে বিবাহের কথা উঠলেই বরাবর আমি তা প্রত্যাখ্যানই করে আসছিলাম।

এভাবেই দিন গড়াতে থাকল। এক পর্যায়ে আমি স্নাকোত্তর ডিগ্রী অর্জন

করে ফেললাম এবং একাডেমিক পড়া-শোনার যাত্রা শেষ হল। তারপরেই আমার ভিতরে গভীর শূন্যতা তৈরি হতে লাগল। ঘোর কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে আমি বাস্তবতায় ফিরে এলাম। নিজেকে আবিষ্কার করলাম, বিবাহের প্রতি চরম আগ্রহী এক মেয়ে হিসেবে। আমার বাবা বাগদত্তাদের জন্য দরজা খুলে দিলেন। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যুবকেরা আসতে লাগল। কিন্তু যখনই কোনও যুবক বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসত, আমার ও আমার বাবা দেওয়া শর্তাদি ও দেনা-পাওনার কথা শুনে পালিয়ে যেত। সত্যি বলতে কি, আমার বাবা-মা আমার প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল ছিলেন। তারা আমার চাওয়াপাওয়ার বাইরে কোনোকিছুতে আমাকে চাপ দিতেন না। জোর করতেন না আমার মর্জির বিপরীতে।

এভাবে স্নাকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ছয়টি বছর কেটে গেল। আমার বিয়ে হলো না। আমার বয়স হয়ে গেল 'তিরিশ' এরও উর্ধ্বে। তারপরেই আমি চরম একটি হোঁচট খেলাম।

বিবাহের পয়গাম নিয়ে এক যুবক এলো। আমরা তার কাছে আমাদের শর্তাদি পেশ করব। কিন্তু আমাদের শর্তাদি শুনার আগে উল্টো সে এই অধিকার নিজের বলে দাবি করল এবং সে বিভিন্ন শর্তাদি পেশ করতে লাগল। যখন আমার প্রকৃত বয়স সম্পর্কে জানতে পারল তখন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আর স্পষ্ট ভাষায় বলে গেল, 'আমার এমন মেয়ের প্রয়োজন নেই, যেই মেয়ের বুড়ি হতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি।'

তিক্ত পরাজয়ের জন্যই বোধ হয় আমি এটা শুনলাম। আর আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, মিডিয়া সময়ে সময়ে যেই আইবুড়োর কথা প্রচার করে আমি সেই আইবুড়োদের কাতারেই পৌঁছে গেছি। আহ! দিন কতটা বদলে গেছে! এক সময় 'স্বপ্নের রাজকুমার' নির্বাচনের জন্য আমি শর্ত দিতাম, আমিই মানদণ্ড পেশ করতাম—ঐ সময় আমিই ছিলাম উচ্চে। আর আজ শর্ত দিচ্ছে তারা! তাদের মানদণ্ডে আমি উত্তীর্ণ কিনা সেটা তারা যাচাই করে নিচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছে করে, এ সব সার্টিফিকেট জ্বলে নিক্ষেপ করি, আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিই—যা আমাকে আমার সকল আবেগ-অনুভূতি থেকে উদাসীন করে রেখেছিল। ফলশ্রুতিতে আমি ট্রেন মিস করে ফেলেছি।

আমি আমার সহানুভূতিশীল পিতার জন্য মনে মনে খুবই কষ্ট অনুভব করি। কারণ, তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো আমার জীবনের গতিপথ নির্ধারণে ব্যবহার করেননি। হ্যাঁ, আমার পড়া-শোনা আমার জ্ঞান ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু আমি যত বেশি শিখছি, যত বেশি জ্ঞান অর্জন করছি আমার ভেতর মা ও স্ত্রী হওয়ার আগ্রহ তত বেশি প্রবল হয়ে উঠছে। কারণ, আমি একজন মেয়ে মানুষ, আজও মেয়ে, কালও মেয়ে। আর প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই গড়ে ওঠে।

তারপর বলেন—'আমি আপনাদেরকে আমার এসব দুঃখের কাহিনি শুনাচ্ছি, যেন আপনারা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। হ্যাঁম, আমি বলছি— জীবনের জন্য, বিয়ের খাতিরে, আইবুড়ো থাকার জন্য নয়। নীরবতাকে উপেক্ষা করে কোথায় আমার সেই স্বপ্নের রাজকুমার? যার সঙ্গে মিলে আমরা আমাদের দেনা-পাওনার পরিধি ছোট করে আনবো আর জীবনের বাকি দিনগুলো একে অপরের হাত ধরে চলতে পারবো ?![১]

তোমাদের এক হতভাগা বোন—জিদ্দাহ। আমার সব সার্টিফিকেট নিয়ে যাও। আমাকে একটি স্বামী দাও।

এই আর্তচিৎকার একজন সৌদি মহিলা চিকিৎসক-এর। যিনি জীবনের তিরিশ বছর পার করে ফেলেছেন, কিন্তু এখনও ভাগ্যে বিবাহের নেয়ামত জুটেনি। তিনি চিৎকার করে বলেন—

'আমার সব সার্টিফিকেট নিয়ে যাও। আমাকে একটি স্বামী দাও।'

তিনি বলেন—প্রতিদিন সকাল সাতটায় আমি বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরতে থাকে। প্রতিদিন এই সময়ে প্রাইভেটে চড়ে আমি আমার ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে বের হই, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়—সেটা আমার ক্লিনিক নয়, সেটা আমার কারাগার বরং (আরো সঠিক শব্দে) আমার কবরঘর। এরপর আমি যখন আমার কর্মস্থলে পৌঁছে দেখি অনেক মহিলা তাদের বাচ্চা সাথে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

---

[১]. সৌদির ওকাজ পত্রিকা,সংখ্যা-৮৬৪০।

তারা বারবার ঘুরে ফিরে আমার সাদা কোটের দিকে নযর দিতে থাকেন, তাদের কাছে মনে হয় এটি একটি পার্সিয়ান রেশমের স্কার্ফ। কিন্তু হায়! এটা শুধু তাদের চোখে। আর আমার চোখে এটা স্বামী মরা শোকের সাদা পোশাক ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি যখন আমার ক্লিনিকে ঢুকে স্টেথোস্কোপটি পরিধান করি তখন আমার মনে হয়, আমি ফাঁসির দড়ি গলায় ঝুলাম—যা আমার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরেছে, আর প্রস্তুতি নিচ্ছে তার কাজ সমাপ্ত করার। ভবিষ্যত সম্পর্কে নানা হতাশা আমাকে সারাক্ষণ আঘাত করতে থাকে।[২]

অবশেষে তার মুখ থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসে—

'আমার সকল সার্টিফিকেট নিয়ে নাও, আমার ডাক্তারি কোট খুলে নাও, আমার চাকরি ও মিথ্যা সুখের যাবতীয় আসবাব ছিনিয়ে নাও। বিনিময়ে আমাকে 'মা' 'মা' ডাক শুনাও!'

তিনি বলেন—

'আমি চেয়েছিলাম আমাকে সবাই 'ডাক্তার' বলুক। হ্যাঁ, মানুষ আমাকে ডাক্তার বলে ডেকেছে। কিন্তু বলো, এতে আমি কী পেলাম?! কিছুই না অতএব যেই মেয়ে আমাকে তার আদর্শ বলে মনে করে তাকে গিয়ে বলো, আমি ঐ লোকদের কাতারে যারা নিজ পেশার মর্সিয়া গেয়ে চলেছে।

গুটি কয়েক ব্যাতিরেকে আমাদের ঘরে ঘরে ছোট ছোট কত আদুরে শিশু আছে, যাকে সে বুকে আগলে রাখে। বলো, এদেরকে কি সারা দুনিয়ার সব সম্পদ দিয়েও কেনা সম্ভব?![৩]

---

[২]. হতাশ হওয়া মুসলমানের কাজ নয়। মুসলমান সর্বদা তার রবের ফয়সালা ও নিয়তির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে এবং সেটাকেই মেনে নিবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

'আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফের সম্প্রদায়ই হতাশ হয়।' সূরা ইউসুফ, আয়াত-৮৭।

[৩]. দেখুন শায়েখ নাসের ওমরের রচিত আস সাআদাতু বাইনাল ওয়াহমি ওয়াল হাক্বীক্বত।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরস্বীকারোক্তি

আমার সুনাম-সুখ্যাতি নিয়ে নিন! বিনিময়ে আমাকে বাচ্চাদের কোলাহলে মুখরিত একটি বাড়ি দিন!

এই আকুতি বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা ওমর শরীফের। তার কথাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তিনি খোলামেলাভাবেই বলেছেন—

'যদিও আমি নিশ্চিত যে—এটি অসম্ভব, তবুও আমি চাই ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে, যাতে চলচ্চিত্রের তারকা হওয়া, খ্যাতি অর্জন করা আর উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার পথযাত্রার মত ভুল পদক্ষেপ শুধরে নিতে পারি! পার্থিব স্বার্থেই আমি আমার জীবনের বছরগুলো এসব বাজে কাজে শেষ করে দিয়েছি।

প্রতিটি অভিনেতা; যে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন দেখে সেই খ্যাতি অর্জনের পরও আমি অনেক কিছুর শূন্যতা অনুভব করি, যা আমার কাছে এই সমস্ত শোরগোলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, পরিবার, পরিবারের উষ্ণতা, কোমলতা ও ভালোবাসা ইত্যাদি। আমি একটি নিরব-নিস্তব্ধ জীবন পার করছি—যেখানে নেই বাচ্চাদের কোলাহল, আনন্দ-বিনোদন। নেই আন্তরিক ভালবাসার স্পন্দন। আমার অনুভূতি এমন যে, মাতৃভূমি বলে আমার কোন ভূমি নেই, সবাই দূরের, সবাই পর। আমার

ব্যাক্তিগত জীবনটি ভয়ানক এবং আত্মঘাতী একাকীত্বের জালে আটকে গেছে, যা কেউ কখনো আশা করে না। সবার অবগতির জন্য বলতে চাই, আমি যা অর্জন করেছি তা আমার এই বিশাল ত্যাগ ও বুকভরা কষ্টের সামনে একেবারেই মূল্যহীন।'

তিনি আরো বলেছেন—

> 'আমি যখন বিশ্বের দিকে যাত্রা শুরু করি তখন আমি ছিলাম যুবক, যে যুবক উচ্চাভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ, যার কারণে আমি হিসাব-নিকাশে প্রচুর ভুলের শিকার হয়েছি। আর তার ফলাফলটিও হয়েছে বেশ কঠিন।'[১]

বিশ্বখ্যাত অভিনেতা ওমর শরীফের এই অনুভূতি ঐ সকল যুবকদের জন্য তুলে ধরলাম, যারা যেকোনো মূল্যে খ্যাতি খুঁজে ফেরে, এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ ও কঠিন হতে পারে সেদিকটা ভেবে দেখার মত ধৈর্য যাদের নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পরিণতি এমন সময়ই প্রকাশ পায়, যখন ফিরে আসার কোন সুযোগ বা সময় থাকে না।[২]

আমি সবচেয়ে দুঃখী মহিলা

এই স্বীকারোক্তিটি মূলত একটি চিঠির অংশবিশেষ, যেটা লিখেছিলেন আমেরিকান অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো। চলচ্চিত্র জগতে বিশ্বজোড়া সুনাম-সুখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও সে একসময় তার জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে যায় এবং হতাশা থেকে মুক্তি পেতে শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তিনি এই চিঠিটি লিখেছিলেন একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে, যে মেয়ে আদর্শ অভিনেত্রী হওয়ার জন্য অভিনয়ের সর্বোত্তম কলা-কৌশল সম্পর্কে তার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। তার চিঠির ভাষ্য ছিল—

'এই মেয়ে এবং সিনেমায় কাজ করতে আগ্রহী এমন প্রতিটি মেয়ের উদ্দেশ্যে—সাবধান! প্রত্যেক এমন ব্যক্তি থেকে সাবধানতা অবলম্বন

[১] সৌদির ওকাজ পত্রিকা, সংখ্যা-৮৩৮৩
[২] সৌদির ওকাজ পত্রিকা, সংখ্যা-৮৩৮৩।

করুন, যারা আপনাকে আশার আলো দেখিয়ে ধোঁকা দেয়। আপনি বিশ্বাস করেন বা না করেন, আমিই সবচেয়ে দুঃখী মহিলা। আমি এখন বাড়িকে এবং সম্মানজনক পারিবারিক জীবনকে সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করি। একজন মহিলার প্রকৃত সুখ এর মধ্যেই, তথা পবিত্র ও সম্মানজনক পারিবারিক জীবনে। এই পারিবারিক জীবনই নারীদের সুখের প্রতীক, বরং আমি বলি—তা তো মানবতার প্রতীক।

এরপর তিনি বলেন—

'সমস্ত মানুষ আমার প্রতি অন্যায় করেছে। আমাকে আজ সত্য বলতেই হবে—সিনেমাতে কাজ করে কোনো মেয়ে যতই গৌরব ও খ্যাতি অর্জন করুক, তা সবই মিথ্যা। আর এই গৌরব ও সুখ্যাতি সবশেষে ঐ মেয়েকে একটি সস্তা ও তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত করে ছাড়বে। সকল মেয়েদের প্রতি আমার উপদেশ, তোমরা সিনেমা ও চলচ্চিত্রে কাজ করতে যেওনা। যারা এতে কাজ করে যদি তাদের বিবেক বলে কিছু থাকে তাহলে তাদেরও শেষ অনুভূতি ও পরিণতি তাই হবে যা আজ আমার হয়েছে।'[৩]

---

[৩] মোস্তফা আস-সিবায়ি রচিত 'আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন' (নারী, ইসলামি আইন বনাম মানব রচিত আইন)।

মেরিলিন মনরোর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছে ভারতের জাতীয় পুরুষ্কার বিজয়ী জায়রা ওয়াসিমের বলিউড ত্যাগ। আপনাদের হয়তো মনে আছে কিছুদিন আগে পত্রিকাগুলোতে বড় অক্ষরে শিরোনাম করা হয়েছিল 'ধর্ম বিশ্বাস রক্ষায় বলিউড ছাড়লেন জায়রা ওয়াসিম'। বলিউড ছাড়ার কারণ সে নিজেই ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন। সেখানে সে স্বীকার করেছে, 'আল-কোরআনের বিশাল ও ঐশ্বরিক জ্ঞানের মধ্যে আমি তৃপ্তি ও শান্তি খুজে পেয়েছি।' স্বীকারোক্তির শেষে অন্যদেরকে উপদেশ দিয়ে একথাও বলেছেন যে, 'জীবনে স্যাফল্য, খ্যাতি, সম্পদ যে পর্যায়েই পৌছে যাক না কেন তাতে যেন কখনো শান্তি এবং নিজের বিশ্বাস হারিয়ে না যায়।'

আবার তার পরপরই বলিউডকে বিদায় জানিয়েছেন সানা খান। ইনস্টাগ্রামে লম্বা একটি বিবৃতিতে ৩৩ বছর বয়সি এ অভিনেত্রী জানান, ইন্ডাস্ট্রি থেকে তিনি অনেক খ্যাতি, সম্মান ও অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু এটিই তার জীবনের লক্ষ্য নয়। তিনি এখন সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলবেন ও মানুষের সেবা করবেন।

তিনি আরো বলেন, 'বুঝতে পারি, এই পৃথবীতে জন্ম নিয়ে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উন্নতির জন্য কাজ করা দরকার। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মতো যদি একজন ভৃত্য তার জীবনযাপন করেন তাহলেই ভালো। সবসময় অর্থ ও খ্যাতির পিছনে ছুটলেই সেটা হয় না। বরং পাপের রাস্তা ছেড়ে সৃষ্টিকর্তার দেখানো পথেই হাঁটা উচিত।"

কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব। এটাতো এমন এক মহিলার স্বীকারোক্তি, যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সম্পদের প্রাচুর্য লাভ করেছিলেন কিন্তু তার সেই খ্যাতি ও সম্পদের প্রাচুর্য তাকে সুখ-শান্তি এনে দিতে পারেনি। বরং তিনি হতাশা ও দুঃখে এতোটাই জর্জরিত হয়ে পড়েন যে, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আর হ্যাঁ—এটাই আল্লাহর নিয়ম যা কখনো পরিবর্তন হবার না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

> 'আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবন হয়ে পড়বে বড় সংকটময়।' (সূরা ত্বহা-১২৪)

অতএব শিক্ষা গ্রহণ করুন, হে জ্ঞানী সম্প্রদায়!

হায়! আমি কতটা বোকা ছিলাম!

বিখ্যাত অভিনেত্রী 'ব্রিজিট বারদোটচ'-এর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। উক্ত সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক তাকে বলেছিলেন—

'আপনিতো একসময় মুক্তমনা ও অশ্লীল ফিল্মের ক্ষেত্রে মডেল ছিলেন? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'কথা ঠিক। আমি একসময় এমনই ছিলাম। আমি অশ্লীল ফিল্মের সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলাম যে, এক্ষেত্রে আমি অন্যদের মডেল হয়ে যাই। তবে কষ্টের বিষয় হল, আমি যখন বস্ত্র ছেড়ে উলঙ্গ হয়েছিলাম তখন লোকেরা আমাকে ভালোবেসেছে,

---

তাছাড়া সিনেমার পাপকর্ম ছেড়ে ধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন আরো অনেকেই। যেমন ১১বার জাতীয় পুরুষ্কার প্রাপ্তা ও বাংলার জনগণের বহুল পরিচিত মুখ শাবানা, নব্বই দশকের সাড়া জাগানো বলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নি, সাম্প্রতিক করোনাকালীন সময়ে শোবিজ অঙ্গন থেকে বিদায় নিলেন এ্যানি খান। আর 'হ্যাপি থেকে আমাতুল্লাহ' কাহিনি হয়তো আমরা সকলেই পড়েছি।

অতএব, মেরিলিন মনরোর কথাই ঠিক, কারো মধ্যে যদি বিবেক বলে কিছু থাকে তাহলে সে ঐ পথ থেকে অবশ্যই একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু কথা হলো- কার কখন মৃত্যু এসে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। তাই সময় থাকতেই পাপের পথ পরিহার করা উচিত। আশা করি, তাদের 'পথ বদল' আমাদের পথ বদলের জন্যও একটি নিয়ামক হবে। আমীন!

এরপর যখন উলঙ্গপনা ছেড়ে বস্ত্র ধরলাম তখন তারাই আমাকে পাথর মেরেছে।

তারপর তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমি যখন আমার আগের কোন চলচ্চিত্র দেখি, তখন আমি নিজেই নিজেকে থুথু দেই আর সঙ্গে সঙ্গে ডিভাইসটি বন্ধ করে দিই। আহ! ভাবতেই কষ্ট লাগে, আমি কতটা নিচু প্রকৃতির ছিলাম।

তিনি আরো বলেন—একজন ব্যক্তির সুখের শিখর হলো বিবাহ-বন্ধন। আমি যখন কোন নারীকে তার স্বামী ও সন্তানের সাথে দেখি, তখন আমি মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করি—আহ! কেন আমি আজ এই সুখ থেকে বঞ্চিত!? [৪]

পাঠক! ভাবুন, একজন ব্যক্তি কতটা লজ্জিত হলে নিজেই নিজেকে থুথু দিয়ে বলে, আমি ছিলাম নীচু প্রকৃতির। তবে এতে আবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, নাচ-গান, অশ্লীলতা ও তথাকথিত মুক্তমনা চিন্তার অত্যাবশ্যকীয় ফল এটাই ।

গান গাওয়া ও মদ পান করার চেয়ে রাস্তা ঝাড়ু দেওয়াই বেশি সম্মানের ও বেশি উপকারী।

এই কথাটি সৌদির জনপ্রিয় গায়ক 'ফাহাদ বিন সাঈদ'-এর। এক সময় যাকে বলা হত ملك العود এবং وحيد الجزيرة (মিউজিকের রাজা, আরবের গান জগতের একচ্ছত্র অধিপতি)।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে মিউজিক ও মাদকের সাথে যাত্রা শেষে শিল্পী ফাহাদ বিন সাঈদ তার এই দুঃখজনক স্বীকারোক্তিটি করেছেন।

তিনি কসম করে তার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন—'মহান আল্লাহর কসম! গান গাওয়া ও মদ পান করার চেয়ে রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া ও হালাল খাবার খাওয়া অধিক উত্তম ও উপকারী কাজ এবং মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে তা অধিক সম্মানজনক।'

---

[৪] নাসের আল-ওমর রচিত 'বানাতুনা বাইনাত তাগরীব ওয়াল আফাফ'

তারপর তিনি আবার কসম খেয়ে বলেন, 'বিশ্বের সমস্ত ধন-সম্পদ মিলেও ঐ ব্যক্তির মূল্য হবেনা, যে নিজ বাড়িতে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বসবাস করে, পরিবার-পরিজনের দেখা-শুনা করে এবং সম্ভাব্য সমস্যা থেকে তাদেরকে হেফাজত করে।

নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, শয়তানের সব বাদ্যযন্ত্রের কথা আমি একদম ভুলে গেছি, এখন আমার কাছে স্পষ্ট যে, গান-বাদ্য করা একটা অনর্থক কাজ, একেবারেই বেহুদা। চিল্লাচিল্লি করে কী পেলাম? সত্যি বলতে কিছুই পায়নি।'

এই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর ফাহাদ বিন সাঈদ তার আশার কথাও শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী। এটা সত্য যে আমার বয়স হয়ে গেছে, তবুও আমি অতীতে যা কিছু হারিয়েছি সেগুলো পূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। বাকিটুকু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। কারাগার থেকে বের হওয়ার পরে আমি ধর্ম প্রচারের কাজ করব। আল্লাহ চাইলে আমি একজন ধর্ম প্রচারক হব এবং সবাই জানবে যে গায়ক ইবনে সাঈদ এখন ধর্ম প্রচারক ইবনে সাঈদ।

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআলার কাছে আশাবাদী যে, তিনি আমাকে সুযোগ দিবেন। আমি যুবকদের কাছে যাবো, তাদেরকে আমার দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার কথা বলবো, যাতে তারা আমার থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অবশ্যই আমি তাদেরকে জানাবো একজন ব্যাক্তির কী করা উচিত। আমি এ ব্যাপারেও আশাবাদি যে, অবশ্যই তারা আমার কথা শুনবে, আমার উপদেশ গ্রহণ করবে। (ইনশাআল্লাহ)[৫]

গান গেয়ে কিছুই পেলাম না

এই স্বীকৃতি অন্য এক শিল্পীর, যিনি গান-বাজনা ও বাদ্য-যন্ত্রের সাথে দীর্ঘ সতেরো বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি হলেন প্রাক্তন জনপ্রিয় গায়ক আবদুল্লাহ আস-সরাইখ। তিনি তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

[৫] রিয়াদ পত্রিকা, সংখ্যা-৭৯০৭ এবং ৭৯০৮।

'আমি গানের জগতে প্রায় সতের বছর কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি কিছুই পায়নি, কেবল পেয়েছি—চিন্তা-পেরেশানী, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বিশ্রামের অভাব, মনের অস্থিরতা, পরিবারের স্নেহ-ভালোবাসা থেকে দূরে থাকা আর শেষমেশ পার্থিব জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়া।'

আর যেই সময়ে তিনি গানের জগত ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন—'মাস তিনেক আগে জমিন আমার কাছে খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। অনেকের ধারণা, শিল্পীদের মনে অস্থিরতা তৈরি হলে মন ভালো করার জন্য তারা বাদ্যযন্ত্র হাতে তুলে নেয়, ধারণাটা অনেকাংশেই সঠিক নয়। আমার বুকটা এতটাই ভারি হয়ে গিয়েছিল যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল আমি বোধহয় আর বাঁচবো না।'

গান গেয়ে তিনি যে সম্পদ উপার্জন করেছিলেন সে ব্যাপারে বলেছেন—'আমি আমার সুদীর্ঘ গানের জীবনে গান গেয়ে গেয়ে যত সম্পদ অর্জন করেছিলাম সেগুলো থেকে আমি কোন উপকারই নিতে পারিনি। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম হলো—'যে সম্পদ দ্রুত আসে তা আবার দ্রুতই হারিয়ে যায়।' ঐ সম্পদ থেকে কিছু কিছু করে সঞ্চয় করার চেষ্টা করেছিলাম, সত্য বলতে সেটাও পারিনি।'[৬]

সাবেক জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আব্দুল্লাহ আস সারাইখ গানের জগত থেকে তাওবা করে ফিরে আসার পরে একটি সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারের শেষে বলা হয়েছে, তিনি এক নতুন মানুষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। পবিত্র কোরআনের কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করতেও শুরু করেছেন।

আমরা দুআ করি—আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দান করুন এবং তাকে সত্য পথে অবিচল রাখুন! সঙ্গে আমাদেরকেও! আমীন!

তিনি আরো বলেন—এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সুখের সন্ধান করে। কেউ কেউ মনে করে সুখ রয়েছে সম্পদ জমা করার মধ্যে। কেউ কেউ মনে করে সুখের স্থান পদ ও পদবীর মধ্যে। আবার কেউ মনে করে, সুখ

[৬] আল-জাজিরা পত্রিকা, সংখ্যা- ৬৩৯১।

পাওয়া যায় যশ-খ্যাতির মাধ্যমে, মানুষের করতালিতে। যে যেই পন্থায় সুখ পাওয়ার আশা করে সে সেই পন্থায়ই সুখ খোজার চেষ্টা করে, তাই সে তার জীবনের রঙিন দিনগুলো এবং যৌবনের সুবর্ণ মুহূর্তগুলো ঐ কাজেই ব্যয় করে। কিন্তু এক সময় গিয়ে সে তার ভুল বুঝতে পারে! ঐ মুহূর্তে কেউ কেউ ফিরে আসতে পারে, আবার কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় এটা বুঝতে বুঝতেই মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠে, আর দুর্ভাগা হয়েই তাকে পরপারে পাড়ি জমাতে হয়। এভাবে তার দুনিয়া বরবাদ হয়, বরবাদ হয় তার পরকালও। নিঃসন্দেহে প্রকৃত সুখ-শান্তি আল্লাহর দীনের উপর অটল থাকা এবং তার (সিরাতে মুসতাকীম) সরল পথে চলার মধ্যে নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

> অর্থাৎ 'যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।' (সূরা নাহল-৯৭)

এটাই সুখের আসল পথ। অর্থ উপার্জনকে আমি সুখ মনে করি না। বরং আল্লাহভীরু পরহেযগার ব্যাক্তিই প্রকৃত সুখী।

এইসব স্বীকারোক্তি আমাদের দাবির স্বপক্ষে চাক্ষুষ দলিল। মনে রাখতে হবে, যে অপরকে দেখে শিক্ষা নিতে পারে সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী, সে-ই তো সফলকাম।

> **গান ছেড়ে দিয়েই আমি প্রকৃত জীবন লাভ করেছি। আমি আমার জীবনে বিরাট ভুল করে ফেলেছিলাম। তবে আমি মনে করি, সত্য পথে ফিরে আসাই সম্মানের কাজ।**

এভাবেই (প্রাক্তন) শিল্পী ফাহাদ আবদুল মুহসিন তার স্বীকারোক্তি শুরু করেন। তিনি মনে করেন, নতুনভাবে তার জীবন শুরু হয়েছে এবং যেইদিন থেকে চিরতরের জন্য গানের জগত ছেড়ে দিয়েছেন ঐ দিন থেকে তার বয়স নতুন করে গণনা হচ্ছে। তার ভাষ্যমতে—ছোট ছেলে আহমাদের সামনে বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলা ছিল নতুন জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। এরপরই তিনি এমন জীবন শুরু করলেন, যেখানে নেই বাদ্যযন্ত্রের চিৎকার-চেচামেচি, আর মিউজিকের শব্দে নির্ঘুম বিনিদ্র রজনী।

'স্বভাবতই মানুষের ইচ্ছা-আগ্রহ এবং মন-মেজাজ পরিবর্তন হতে থাকে, আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। এভাবেই আমার জীবনে ঐ দিনটি এসে গেল যেদিন আমি অনুভব করলাম যে আমার চিন্তার স্রোত অন্য দিকে ঘুরে গেছে, যা আমি আগে কখনো ভাবিনি, বা ভাবলেও তা ছিল মুহূর্তকালের জন্য, ভাবনাগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এবার এটি আমার সমস্ত আবেগ-অনুভূতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলল। আমার হৃদয় জগতকে জাগিয়ে তুলল, আমার নিজের ব্যাপারে এবং আমার ছোট ছেলে আহমাদের ব্যাপারে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমি কখনো লম্বা সময় ধরে গভীরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছি। ছেলেটি আমাকে প্রতিদিন দেখত, আমাকে তাঁর সামনে গান করতে শুনত। সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতো না—এমনকি মুচকি হাসিও দিত না, কোন শব্দও করত না। তবে আজ সে চিৎকার করতে লাগল, কিছু বুঝাতে চাইল, সে বুঝাতে চাচ্ছিল—আমি যেন তাকে কোলে তুলে নিই আর বাদ্যযন্ত্র ফেলে দিই, যা আমাকে তার দিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমি তা বুঝতে পারিনি। বুঝলাম ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন আমি বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেললাম, আর আমার রবের কাছে ওয়াদাবদ্ধ হলাম, আর কখনো এদিকে পা বাড়াবো না! বস্তুত বাদ্যযন্ত্রটি ভেঙ্গে ফেলার পরপরই ছেলেটির মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং লাফিয়ে আমার কোলে চলে এলো। তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এই ছোট্ট ছেলে মনে করত, তার পিতার কোল এবং তার স্নেহ-ভালোবাসা অন্য কারো জন্য, তার জন্য নয়। এ কারণে এটা ছিল

তাঁর জন্য অবর্ণনীয় সুখের প্রাপ্তি। সত্যিই সেটা ছিল এমন এক পরিস্থিতি যা আমি কখনোই ভুলতে পারব না।'

তিনি আরো বলেন—

'এতটুকুই শেষ নয়। মনে হয়, আমি ছিলাম খুব ভাগ্যবান। কারণ, ঐ সময়ে 'রমজান' আসতে মাত্র কিছুদিন বাকি ছিল। আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, এবার রমজানে কোমর বেধেঁ আল্লাহর ইবাদত করব। আর আমার প্রথম কাজ ছিল পিছনের জিন্দেগির কথা চিরতরে ভুলে যাওয়া। আলহামদুল্লিাহ, আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। নিশ্চয় এটা একটা বড় নিয়ামত, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি বিশেষ করুণা করেছেন। আমি এখন পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বলছি—আমি আমার জীবনের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই দরবারে!'[৭]

[৭] আর রিয়াযিয়্যাহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা-৯৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

জাহান্নামীদের স্বীকারোক্তি

হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের কথা মনতাম।

অপদস্থতা আর লাঞ্ছনার নির্মম জায়গা হলো জাহান্নাম। সেই জাহান্নামের অধিবাসীদের এই চিৎকারধ্বনি আমরা পবিত্র কুরআনে শুনতে পাই। কিয়ামত দিবসে এভাবেই তারা চিৎকার করতে থাকবে। কিয়ামত দিবসে কাফেরদের কী করুণ পরিণতি হবে সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

> অর্থাৎ 'যেদিন জালেমদের ওজর-আপত্তি কোনো কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট নিবাস।' (মুমিন-৫২)

তাদের এই আর্তচিৎকার শুধু যে একবার হবে, এমন নয় বরং বারবার তারা এভাবে চিৎকার করতে থাকবে। এর সূচনা হবে কবর থেকে পূনরুত্থানের সময় আর সেটা চলতেই থাকবে, শেষ হবে মৃত্যুকে জবেহ করার মধ্যদিয়ে। হাদীসে এসেছে—জান্নাত আর জাহান্নামের মধ্যবর্তী

একটি স্থানে মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জবেহ করে দেওয়া হবে। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা চিরকাল জান্নাতেই থাকবে, তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামের দুর্ভাগারা! তোরা চিরকাল জাহান্নামেই থাকবি, তোদের আর কখনো মৃত্যু হবে না।

এ ব্যাপারে আরো এসেছে যে, শিংগায় যখন দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়া হবে তখন তারা কবর থেকে মাটি ঝাড়া দিয়ে উঠে দাড়াবে। দ্রুতবেগে এদিক সেদিক ছুটতে থাকবে। ভয়ে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়বে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারা বলতে থাকবে—

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾

> হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? (সূরা ইয়াসিন-৫২)

এরপর তাদের হুশ ফিরবে এবং সেই দিন তারা সত্যকে স্বীকার করবে আর বলবে,

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾

> 'হ্যাঁ, এটাই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আর রাসূলগণ আমাদেরকে সত্য কথাই বলেছিলেন।' (সূরা ইয়াসিন-৫২)

কিন্তু সেদিন তাদের কিছুই করার থাকবে না। তারা আফসোসে নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে। আর বলবে,

﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

> হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ ধরতাম! (সূরা ফুরকান-২৭)

রাসূলকে বাদ দিয়ে পথভ্রষ্টকারী মন্দলোকদের সঙ্গ দেওয়ার কারণে তারা

অনুতপ্ত হবে আর বলতে থাকবে,

﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا • لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾

> হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে তো উপদেশ এসে ছিল কিন্তু সে আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর শয়তানতো (এমনই চরিত্রের যে সময়কালে) সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়। (সূরা ফুরকান-২৮, ২৯)

ঐ সময় কাফেরেরা তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে বলবে,

﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾

> হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার জীবন দিয়েছ। এবার আমরা আমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করছি। কাজেই (আমাদের জাহান্নাম থেকে) নিস্কৃতির কোন পথ আছে কি? সূরা মুমিন-১১)

কিন্তু এখনতো অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুনিয়াতে তাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হয়েছে কিন্তু বরাবর তারা কুফুরিই করে এসেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা বিচারকার্যের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। তিনি অবলা পশুদের মধ্যেও বিচার করবেন, এমনকি শিংওয়ালা ছাগলের থেকে শিংহীন ছাগলের বদলাও নিবেন। এটা মহান আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণতার পূর্ণতাকে নির্দেশ করে। তারপর পশুদেরকে বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও! তারা মাটি হয়ে যাবে। এই অবস্থায় কাফেররা যখন তাদের আমল দেখবে আর তাদের নিকৃষ্ট আবাসস্থল সম্পর্কে জানতে পারবে তখন চিৎকার করে বলতে থাকবে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম!

এরপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মাঝে বিচার শুরু করবেন। প্রত্যেককে তার আমলনামা দেওয়া হবে। কাফেররা তাদের আমলনামা নিবে বাম হাতে উল্টো দিক থেকে। যখন তারা উক্ত আমলনামা খুলে দেখবে তখন বলতে থাকবে—

﴿يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً﴾

> হায়! আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন কিতাব; যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে। তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। সূরা কাহাফ-৪৯)

তখন কাফেরদের কষ্টে বুক ফেটে যাবে, তারা বলবে—

﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾

> আহ! আমাকে যদি আমলনামা দেওয়াই না হত! আর আমি জানতেই না পারতাম আমার হিসাব কি? আহ! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত! আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না! আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল! (সূরা আল হাক্কাহ-২৫-২৯)

তারপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলবেন—

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ﴾

> ধরো ওকে এবং ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। তারপর ওকে এমন শিকলে গেঁথে দাও, যার পরিমাণ হবে সত্তর হাত। (সূরা আল হাক্কাহ-৩০-৩২)

তাদের হাতেগলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে, পায়ে পরানো হবে লোহার

শিকল। তাদেরকে জাহান্নামে টেনে আনা হবে উপুড় করে, চেহারা মাটিতে ঘেঁষতে ঘেঁষতে। প্রিয় পাঠক! মনে করে দেখুন, এগুলোতো হলো ঐসব চেহারা যেগুলো দুনিয়াতে থাকাকালীন আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হতে অস্বীকার করেছিল। এরপর তাদের সেই চেহারাকে জাহান্নামের আগুনে ঝলসানো হবে। তারা সেখানে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে আর চিৎকার করে বলতে থাকবে,

﴿يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا﴾

> হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের কথা মানতাম! (সূরা আহযাব-৬৬)

এরপর তাদের স্মরণ হবে, তাদের জাহান্নামী হওয়ার পিছনে বড় কারণ ছিল সমাজের ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ এবং মন্দ গুরুদের মান্যকরণ। তাই তারা সে ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়ে বলবে,

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً﴾

> হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি লানত করুন, মহা লানত। (সূরা আহযাব-৬৭-৬৮)

তারপর দলে দলে কাফেরদেরকে আনা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾

> 'যখনই তাতে (কাফেরদের) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা স্বীকৃতি দিয়ে বলবে,

﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾

হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছি এবং বলেছি, আল্লাহ কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা কেবল বিরাট গোমরাহীতেই নিপতিত। (সূরা মুলক-৯)

তারা অনুতপ্ত হয়ে বলবে,

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম তবে আজ আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য।' (সূরা মুলক-১০-১১)

তারপর তারা তাদের প্রতিপালককে ডেকে বলবে,

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, আমরা আগে যে কাজ করতাম তা ছেড়ে ভালো কাজ করব।'

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে—

﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾

'আমি কি তোমাদেরকে এমন দীর্ঘ আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন মজা ভোগ কর। কেননা এমন জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (সূরা ফাতির-৩৭)

এত চিন্তা-পেরেশানী ও ভয়-ভীতির পরও তাদের মনে আশার ক্ষীণ আলো জ্বলতে থাকবে—হয়তো দয়াময় রবের কাছে ফরিয়াদ করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নাজাতের পথ বের হতে পারে– তাই তারা খুব করুণ কণ্ঠে রবকে ডেকে বলবে—

﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾

> হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। অতঃপর পুনরায় যদি আমরা সেই কাজই করি, তবে অবশ্যই আমরা জালেম হব।' (সূরা মুমিনুন-১০৬,১০৭)

এভাবে তারা আকুতি মিনতি করতে থাকবে। দীর্ঘদিন পরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তর দিবেন—

﴿اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾

> 'এরই মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না।' (সূরা মুমিনূন-১০৮)

তখন তাদের সকল আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়াতে তারা যে পাপ কাজ করেছিল তার শাস্তিস্বরূপ চিরকাল তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

> 'এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন যে, তাদের কার্যাবলী আজ তাদের জন্য সম্পূর্ন মনস্তাপে পরিণত হয়েছে। আর তারা কোন অবস্থায়ই জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।' (সূরা বাকারা-১৬৭)

এই হলো জাহান্নামীদের কিছু স্বীকারোক্তি। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে এ ধরণের স্বীকারোক্তি অনেক রয়েছে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সাহায্যকারী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিক্ষিপ্ত কিছু স্বীকারোক্তি

ইসলামি ঐক্যই সবচেয়ে বড় বিপদ

সম্প্রতি একটা নথি প্রকাশিত হয়েছে, যেটা লিখেছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মন্ত্রী অর্মসে জো তাঁর রাষ্ট্রপ্রধানের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ইসলামি ঐক্যই সবচেয়ে বড় বিপদ, যে সম্পর্কে সাম্রাজ্যকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর কেবল ইংল্যান্ডের জন্যই এটি জরুরী নয় বরং পাশাপাশি ফ্রান্সের জন্যও জরুরী। আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে, ইসলামি খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আমরা আশা করব যে, চিরকাল যেন এমনই থাকে (ইসলামি খেলাফত আর ফিরে না আসে) সদা-সর্বদা আমাদের নীতি হলো, ইসলামি ঐক্য বা ইসলামি সংহতি রোধ করা এবং এই নীতিটি এমনই থাকা উচিত।

সুদান, নাইজেরিয়া, মিশর এবং অন্যান্য ইসলামিক দেশগুলোতে অঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উত্থান আমাদের বুকে সাহস জুগিয়েছে। এসব ব্যাপারে আমরা সবসময় সঠিক পথে ছিলাম। তুলনামূলক আঞ্চলিক জাতিয়তাবাদ ইসলামি ঐক্য বা ইসলামি সংহতির চেয়ে কম বিপজ্জনক। তবে আশংকা

আছে আরব ঐক্য ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভূমিকাও হতে পারে। অতএব এই দিক থেকে সর্বদা সাবধান থাকা প্রয়োজন, যাতে ঔপনিবেশবাদ ইসলামের পূনর্জাগরণের মত ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন না হয়। আর এটি এমন এক পরিকল্পনা যা বাস্তবায়ন করা সর্বদাই জরুরী।[১]

নামাজ ও রোজা সম্পর্কে পশ্চিমাদের স্বীকারোক্তি

দার্শনিক 'রেনান' বলেছিলেন—"যখনই আমি মুসলমানদের সালাতের সুশৃঙ্খল কাতার দেখি তখনই আমার আফসোস লাগে যে, ইস! আমি কেন মুসলিম নই!"[২]

জার্মানিতে একবার একটি মেডিকেল কমিটি একজন বা একাধিক রোগীর উদ্দেশ্যে বৈঠক করেছিল। উক্ত রোগীদের মধ্যে একজন মুসলমানও ছিলেন। তবে তিনি ইসলাম পালন করতেন না, বা করলেও যথাযথভাবে সালাত আদায় করতেন না। ঐ সময় একজন ডাক্তার তাকে বলেছিলেন — অন্যরাও তার কথায় একমত ছিল—আমরা হার্নিয়েটেড (ডিস্কের) রোগের চিকিৎসা করি কিন্তু আমাদের আশ্চর্য লাগছে, আপনিও এই রোগে আক্রান্ত। আপনিতো একজন মুসলমান, আর মুসলমানেরা এই রোগ থেকে সর্বদা দূরে থাকে। কারণ, তাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত 'ডিস্ক' রোগসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করার সেরা অনুশীলনগুলোর মধ্যে একটি।'[৩]

পাকিস্তানে একজন সুইডিশ চিন্তাবীদ ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি ঐ গ্রামের মুসলমানদের বিশ্বাস ও তাদের ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার অন্তরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন যে, তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকে এরপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে তা গ্রহণ করে। তাদের একাজ দেখা-শুনার জন্য কোনও প্রহরী নেই, নেই কোন তদারকী। তখন ঐ চিন্তাবীদ বলেছিলেন, সত্যই এই ধর্মের শিক্ষাগুলো মানুষের তৈরি নয়। এগুলো এমন এক মহান

---

[১] আদদাওয়াতুস সাউদিয়্যাহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা-১৮০।
[২] আল বায়ান ম্যাগাজিন,সংখ্যা-২৫।
[৩] অধ্যাপক আলী আল-ইসা রচিত 'আস সালাতু তানহা', পৃষ্ঠা-৪৯ (কিছুটা পরিবর্তিত)

রবের কাছ থেকে অবতীর্ণ, যার ব্যাপারে মুমিনরা বিশ্বাস রাখে—তারা তাঁকে না দেখলেও তিনি তাদের ঠিকই দেখেন।[৪]

একজন বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার বলেছেন—"যদি 'সিয়াম পালন' এবং 'মদ বর্জন' ব্যতীত ইসলামে আর কোন বিধান নাও থাকত তবুও ইসলাম অনুসরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হত। কারণ, এদু'টি বিষয় পেট, যকৃত এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কঠিন কঠিন রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।[৫]

আযান বিষয়ক স্বীকারোক্তি

ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানির অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্টের প্রধান বলেছেন—

'আযানের শব্দগুলো—যে আযানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করা হয়—মানসিক রোগীর হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে, এমনকি সে যদি শব্দগুলোর অর্থ নাও বুঝতে পারে!"

তিনি আরো বলেছেন—

'যারা হতাশায় ভুগছে, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে পড়েছে অথবা ব্যর্থতা বোধ করছে এই আযান তাদের হৃদয়ে আশা ও আলোর প্রদীপ জ্বেলে তোলে।'

হয়রান হতে হয় পশ্চিম জার্মানির মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের ডিনের

---

[৪]. আল মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ, সংখ্যা-১৫২।
[৫]. আস সালাতু তানহা, পৃষ্টা-৩৯

এ বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে—

সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান, লেখক, হাকীম মুহাম্মাদ তারেক মাহমূদ চুগতাই। আল-কাউসার প্রকাশনী।

সুন্নাতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান, লেখক, মাওলানা এ. বি. এম. কামাল উদ্দীন শামীম। আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স।

ইহলৌকিক কল্যাণে সুন্নাতে রাসূল মাওলানা এস.এম আনওয়ারুল কারীম। মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ।

অভিজ্ঞতার কথা শুনে। তিনি মনোরোগের চিকিৎসার জন্যে আযানের বাক্যগুলোই ব্যবহার করেছিলেন অথচ তার জানা ছিলোনা যে, ঐ ব্যাক্যগুলোই আরবিতে মুসলমানদের আযান, যা দিয়ে মুসলমানদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করা হয়। [৬]

এরপরও বর্তমানে কিছু মুসলিম সন্তান রয়েছে যারা মুয়াযযিনের কণ্ঠে আযানের ধ্বনি শুনে বিরক্তবোধ করে। শুধু তাই নয়, তাদের দাবি হলো, আযান তাদের কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর কসম! ঐ সময় আযান না হয়ে যদি শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের ঢিব ঢিব আওয়াজ হত, তাহলে বিরক্ত আর বিঘ্নতা তো দূরের কথা, তারা বরং পুলকিত হত, আনন্দিত হত। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

> যখন এক আল্লাহর কথা বলা হয় তখন যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিরক্ত হয় আর যখন তাকে ছাড়া অন্যের কথা বলা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। (সূরা যুমার-৪৫)

দিন শেষে

গায়ক-গায়িকা, লেখক-লেখিকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ডাক্তার, দার্শনিক ও চিন্তাবিদসহ বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে আমরা ছোট্ট একটি সফর শেষ করে এলাম। এ সফরে আমরা তাদের বক্তব্য ও স্বীকারোক্তি শুনেছি। তাদের হৃদয়ের আর্তনাদ ও আকুতিগুলো আমাদেরকে আবেগাপ্লুত করেছে। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এখন বিদায়ের পালা।

তার আগে একটি কথা বলে দেওয়া প্রয়োজন; তাহলো—এই বিখ্যাত

[৬]. আদ দাওয়াহ ম্যাগাজিন, সংখ্যা-১২২৫।

ব্যক্তিগণ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কথা বললেও তাদের অনেকেই তার পূর্বের অবস্থার উপরই রয়ে গেছেন। আগে ও পরের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটেনি। মূলত তাদের অবস্থা বলে চলেছে 'যে যা নিয়ে বড় হয় সে তা নিয়েই বুড়ো হয়'।

তবে এটাও সত্য যে, তাদের অনেকেই আল্লাহ তাআলার রহমতে সরল-সঠিক পথ পেয়েছেন এবং বাকি জীবন ধর্ম প্রচারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

বলতে দ্বিধা নেই—এরাই হলো সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি; যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর এঁরাই জ্ঞানী। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তারা যেন সদা-সর্বদা দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারে। সেই সঙ্গে তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলোকেও কবুল করে নেন! আমীন!

পরিশেষে আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করে সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকার ইতি টানছি। সকলেই বলি–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

'পশ্চিমা সভ্যতার গড্ডলিকা প্রবাহে আমরা ভেসে চলেছি। ভাসিয়ে দিচ্ছি আমাদের তারুণ্য ও জীবন-যৌবন। কিন্তু এতে যে আমরা ধীরে ধীরে এক কঠিন ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তা কি আমরা অনুভব করতে পারছি?! আমরা অনুভব করি বা না করি, এই সভ্যতার ধারক-বাহকরা ঠিকই তা দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আর তাই-এর সারশূন্যতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা একের পর এক বিবৃতি দিয়ে চলেছে। অপরদিকে, মুহাম্মাদ (সাঃ) পৃথীবির শ্রেষ্ঠ মানব। তার আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়েই মানবজীবনে আসবে সফলতা। তার আনীত ধর্মের অনুশীলনই পারে সকল সমস্যার সফল সমাধান করতে। পারে মর্তের পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখ এনে দিতে। এই আওয়াজ ধীরে ধীরে উচ্চকিত হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে। পশ্চিমা পন্ডিতদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হচ্ছে ইসলামের জয়ধ্বনি।

আমরা দাড়িয়ে আছি এক মহা বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে। যাতে বদলে যাবে পৃথিবী। বদলে যাবে মানবজীবনের গতি-প্রকৃতি। বার্ট্রান্ড রাসেল সত্যই বলেছেন— ভবিষ্যত এই ধর্মের... ভবিষ্যত ইসলামের...